THE EVILS OF OUR SOCIETY.

In Bengalee.

FOR

Drawing attention of the Young Bengals over their mother country.

By

A Midnight-Traveler.

Published by

B. Mook. Pen and Co.

সমাজ কুচিত্র।

মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত

এক নিশাচর প্রণীত।

অমরাবতী

সঞ্জীবনীযন্ত্র।

১৮৬৫ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উপহার।

সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়
শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাস
মহোদয়েষু।

অনরেবল হুতোম! আপনি বাঙ্গালী সমাজকে যে স্বভাব পটে এঁকে, নূতন রকম চিত্রকাব্যে সাজিয়ে, বার-কোরেচেন, এতেকোরে ছোট বড় সকলেই (ন্যাচরেল হিষ্ট্রীর দল ছাড়া) আপনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পেট্রণ বোলে তারিফ কোচ্চেন। একজন বাঙ্গালী পাদরী তাহার এক পার্ট বেছে নিয়ে তর্জ্জমা কোরে, ইংরেজ মহলেও আদর বাড়িয়েচেন। আমি এক দিন বোসে বোসে একটু "বেওয়ারিস লুচির ময়দা" নিয়ে দই মাকিয়ে এই এক ছেলে খেলা কোল্লেম। ভাবলেম, কারে আর এই নূতন সামগ্রী অগ্রে নিবেদন করি। নবান্ন নয় যে, দাঁড়কাক খুঁজে খুঁজে শ্রাদ্ধের খোলা ডোঙা সমুখে ধোরে দেবো, সুতরাং ভেবে চিন্তে আপনার নামেই উৎসর্গ কোরে দিলাম। দেখবেন যেন, কোন মুখফুষী লোকে এরে গ্রাস কোরে না ফেলে। আমি দু পা সোরে দাঁড়াই — গুড্ নাইট॥

চিড়িয়াখানার
নিশাচর।

আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন।

আজ ১২৭০ সালের ৬ ই মাঘ সোমবার। বাঙ্গালা দেশের ছোট কর্ত্তা সর্ব্বমনোরঞ্জন বীডন সাহেবের প্রধান কার্য্যের আরম্ভ। আজ বেলবিডিয়ারের চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী শোভা! নানা দেশের কল, ফল, শস্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করা হয়েচে। বিস্তর ভদ্রলোক উহা দর্শন কর্ত্তে আগমন করেচেন। রাজা রাজড়া; নবাব ও জমিদারেরা যেন গন্ধর্ব্ব সভার ন্যায় সভা করে বসেচেন। দেশ বিদেশীয় ভাষায় দীর্ঘদীর্ঘ স্পিচ্ হচ্চে। আলবোলার শব্দ, নকিবের ফুৎকার ও রেসালার কলরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠেচে। বলতে কি, আলীপুর যেন রসাতল যাবার ভয়েই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে। কোলফাঁপ্ আষা সোঁটারা লালপাকড়ী-বাঁধা ছোঁড়াদের হাতে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, বেতর সমারোহ দেখে প্রভাকর প্রভাতে যেন বিদ্যুল্লতার মত চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌চে। দর্শকের ভিড় যেন মৌমাছীর ঝাঁক ও আগুন দেওয়া চরকিবাজীর চোঙের ন্যায় এক থাকের কাটগড়া থেকে আর এক থাকে গিয়ে জম্‌চেন, রকমসই সৌন্দর্য্যের গায়ে ঠেস্ মাচ্চেন, আর আড়ে আড়ে তাকাচ্চেন।

দর্শকেরা তিনদলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌লেন। প্রথম দল গুণগ্রাহী হলেন। কিরূপে কোন্ কল প্রস্তুত করা হয়েচে, তারি সন্ধান নিয়ে শিক্ষা করার কৌশল দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কোন্ কলে, কোন্ জিনিসে কি কাজ হয়, তারি ডিপো-জিসন দিতে লাগ্‌লেন। কোন্ জিনিসের কি কোয়ালিটী, তারি তর্ক আরম্ভ কল্লেন। দ্বিতীয় দল গোষ্ঠ ও রাসযাত্রার সঙের ন্যায় কল ও জন্তুগুলি দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তৃতীয় দল বাঙ্গালা দেশের মুখে চূণকালী দিয়ে, বীডন সাহেবের শুভ অনুষ্ঠান মহাপ্রদর্শনের শুভ ফল মাথায় তুলে, বংশগৌরব পায়ের নীচে রেখে, আপনাপন তুষ্প্রবৃত্তির ভোজ্যদ্রব্য খুঁজে নিতে বিব্রত হলেন!!

লড়াইয়ে মেড়া ও বুনো মহিষের ন্যায় তৃতীয়দলের দর্শ-কেরা শিকার দেখে স্থির থাক্‌তে পাচ্চেন না। দাড়ী পর্য্যন্ত জুল্‌পী ও আকর্ণ ঘাড়ের চুলের কেয়ারি করা বিলিতী হজুরেরা কৌন্সলীর মত পোষাক পোরে ঘূরে ঘূরে বেড়া-চ্চেন; শ্রীমতীরা ক্রিণোলাইন গাউনে তিন তিন কাঠা জমি ঘিরে নিয়ে হজুরদের বগল ধোরে ঝুলে ঝুলে যাচ্চেন। বোধ হচ্চে যেন, এক পাখা-কাটা বাদুড়েরা ছোট ছোট ছেলেদের হাতের দড়ীর সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেচে। যে সকল দেশী হজুর গদী ছেড়ে এক পা নড়্‌তে ক্লেশ বোধ কর্ত্তেন, আজ আরবীয় অশ্বেরাও তাঁহাদের প্রবল গতি দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট কোরে পালাচ্চে। সার্জ্জন ও টিকিটওয়ালারা দরোজার বন্দোবস্তেই ব্যতিব্যস্ত।

এদিকে ভবানীপুর রঙরঙে। রকমারি দরমাঢাকা বারাণ্ডারা যেন বরকামান কামিয়ে ও মুখতেলা কোরে বেরিয়েচে; তাহাদের চিরপরিচিত বেড়ারা আজ পাই-খানা ও রন্ধনগৃহের আশ্রয় লয়েচে। প্রিয়সখা বারাণ্ডার আদুড় গা দেখে, নব বধূরা দুঃখে হাস্‌তে হাস্‌তে, এক এক খানি ছেঁড়া বেতের ত্রিপদী পেতে তাহাদের মান রক্ষা কচ্চেন। বধূদের গিল্‌টীর তাবিজ, জসম, বারাসত ও বালাপরা দক্ষিণ হস্তেরা বারাণ্ডার রেলের ধারে ঝুল্‌চে। তাঁহাদের পায়ে পচা রবারের দেড়পাটী জুতো, মোজার উপর কালো কালো কাদার ডায়মনকাটা ৪। ৫ গাছী মল; নাকে বিলিতী মুক্তো আঁটা বিবিআনা বারকুসী নথ, কাণে শাদা শাদা তিন তিনটী তবলকি দেওয়া গিল্‌টীর বড়বড় ৩। ৪ টা দোলন মাক্‌ড়ী। মাথায় ফিরিঙ্গী খোঁপা ও কাঁটা দেওয়া বিজ্‌কুড়ী ফুলের বেহদ্দ বাহার! ফুলেরা কাঁটা পোরে যেন সকণ্টক মৃণাল উপরিস্থ পদ্মিনীরে উপহাস কচ্চে! পরিধান শান্তিপুরে কালো ডুরে ও নীলাম্বরী! কারু কারু তদুপরি এক একখানি ৯০ সালের ট্যাসেল্‌দার সবুজ নেটের ওড়্‌না। কেহ কেহ ঠিক শ্রীবৃন্দাবনের গোয়া-লিনী সেজে বোসে গ্যাচেন, পোষাকের নিম্নভাগ জানু-দেশ অতিক্রম কর্ত্তে লজ্জিত হচ্চে। কোন দিকে রুপো বাঁধা হুঁকোতে ধূমপান চলেচে, কেহ কেহ খেলোতে সাধ মিটাচ্চেন! দুর্ভাগ্য ক্রমে সকলের আহার জোটে নাই, ওষ্ঠাধরসংলিপ্ত তাম্বূলরাগই অনেকের ভোজনের শেষ

পরিচয়। এক একটী বধূর রূপেরও সীমা হয় না। যদি দয়ার সাগর (!) মিউনিসিপালিটী ও লাইটিং ট্যাক্সের প্রসাদে নগর ও উপনগরের গলির ভাঙা বাড়ীর দেয়ালের গায় ও সাইনবোর্ডের খুঁটীর উপর শতকরা ফীটে এক একটী মিড়মিড়ে তেলের আলোর লাণ্ঠন না বসানো থাক্‌তো, বধূদের মুখগুলি নীচে থেকে দেখ্‌লে স্পষ্ট বোধ হতো যেন, এক একটী কলাবাদুড় অধোলম্বী হয়ে বারাণ্ডার কাট ধোরে দুল্‌চে, এক একটা পাঁজীর শিরকাটা রক্তদন্তী গ্রহ তাহাদিগকে পড়্‌তে দিচ্চে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে এলো। প্রদর্শনস্থলে আর অধিক লোক নাই।

মদের দোকানে আজ ভারি ধূম! একটা কিছু পরব সরব হলে সহর ও শাখা নগরের (পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই) আইন কানুন মাথায় উঠে ও পোষ্টলিনিও ষ্টেসনের পিকপকেট ইন্দুরের পদতলে বিমর্দ্দিত হয়! আজ ১০ টা রাত্রির পর গাঁদা ফুলের মালা পরা কল্‌সী কল্‌সী মদ দোকান থেকে মুটের মাথায় বাহিরে বেরিয়েচেন! সার্জ্জন ও পাহারাওয়ালার যে লাণ্ঠনের আলো প্রতি রাত্রিতে ভদ্র লোকদের চক্ষু অন্ধপ্রায় করে, আজ তাহা খদ্যোতের ন্যায় নির্ব্বাণপ্রায়! আজ অনেক প্রকৃত ভদ্রলোক মেলাস্থলে আগমন করেছিলেন, সুতরাং অনেক বারাঙ্গনাবারাণ্ডাকে মানভঞ্জন রজনীর নিকুঞ্জবনের ন্যায় শ্রীহীন হয়ে থাক্‌তে হলো। অনেক বাড়ীতে

বিরহ গীতের হর্‌রা উঠে গ্যাল। বোধ হলো যেন, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে গ্যাছেন, কমলিনী শূন্য কুঞ্জবনে বৃন্দে দূতী প্রভৃতির কাছে "গেল সর্ব্বরী. অনুমান করি, কৃষ্ণ এলো কৈ?" বোলে বিলাপ কচ্চেন। বড়াই ও ললিতা প্রভৃতি দূতীরা যেন, "রাধে ধৈর্য্যং প্যারী ধৈর্য্যং" বোলে ঠাণ্ডা কচ্চে। বাস্তবিক বেশ্যালয়গুলি যেন কেঁদে কেঁদেই বদ্ধদ্বার হয়ে গ্যাল। আজ দ্বিতীয় দিবস।

আজ মঙ্গলবার। অনেক প্রকার দর্শক নয়নগোচর হতে লাগলেন। রাস্তায় ভারি ভিড়। আজ এক টাকা করে টিকিট বিক্রী হচ্চে। কাল ৫ টাকা ছিল। টিকিট ব্যবসায়িরা কাল ২৬০০০ টাকা লাভ করেচেন! আজ টিকিট সস্তা দেখে অনেক মাঙ্গারি কেতার ভদ্রলোক আগমম করেচেন! পুলিষের বন্দোবস্তের গুণে পশ্চিম দ্বারে অসঙ্গত গাড়ীর ভিড় হলেও কোন গোলযোগ হতে পাচ্চে না। টিকিট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত মন্দ হয় নাই। দর্শকদলে মেলাস্থল পুরে গ্যাছে। কলের নিকটে অসঙ্গত ভিড়। পশুশালা ও পক্ষীশালার কাটগড়ার বাইরেও ঠেলে সেঁধোনো ভার। মাঝে মাঝে তাঁবু টাঙানো উইল্‌-সন ও স্পেন্স হোটেলের ব্র্যাঞ্চ হোটেল বোসে গ্যাছে। জিব, ক্ষুর, হ্যাম, ফাউল, মটন, সেরি, স্যাম্পিন, কগ্‌নেগ ও ব্র্যাণ্ডী বেধড়ক বিক্রী হচ্চে। ছিপি আঁটা সোডা ওয়া-টার ও লিমোনেডের বোতলেরা জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগে

প্রিয় শিষ্যগণের অনবরত উমেদারী কচ্চে। পুকুরধারে ও ঘাসের উপর ভাঙা চেঙারি ও তেকাটা চড়া খোট্টা হোটেল খাপ্ খুলে সর্ব্বদাই হাজির। টকো ও ছাতা পড়া কমলা লেবু, শেষ বাজারের ফেরত পক্কান্ন, কচুরি-ফুলুরিরা লঙ্কা ও প্যাঁজভাজা মাথায় করে হিন্দুকুল উদ্ধার কচ্চে। টোল খাওয়া পিতলের গেলাষ, বিড়ে বাঁধা ঝাঁপা পানের খিলি ও আঁবের আটার রিপু করা খেলো হুঁকোদের আজ একাধিপত্য! তাহাদের সৌভাগ্য দেখে উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্র আপনার একচেটে প্রভুত্বের হানি হলো ভেবে, দুঃখে ম্রিয়মানা হচ্চেন। দিবাকাল এইরূপে বিদায় হলেন, চৌরঙ্গীর গির্জ্জের ঘড়ীতে অরগ্যান কোয়াটার ও ৫ টা বাজা শব্দ শুনা গ্যাল। সূর্য্যদেব আর ঘৃণায় মুখ দেখাতে পারবেন না বলেই যেন, আস্তে আস্তে পশ্চিমাচলের রাঙা মেঘের আড়াল দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেন। ওয়েলার ও অষ্ট্রেলীয় তাজী বাজী জোড়া বগী ও ফেটন গাড়ীরা গড় গড় শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চল্লো। কেরাচিরাও যাত্রার নকিব সাহেবের মত ঝুণ্ ঝুন্ কোরে নাচ্তে নাচ্তে পশ্চিম দ্বার পাত্লা করে চলে গ্যাল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত।

আজ একাদশী। গগনমণ্ডলে সনক্ষত্র একাদশ কলা কুমুদবান্ধব উদয় হলেন। রাস্তার লাণ্ঠনের আলোকমালা চন্দ্রমাকে দেখে অভিমানে মিড়্ মিড়্ কর্ত্তে লাগ্লো। যুবক দল গোছসই বারাণ্ডার নীচে গিয়ে উর্দ্ধমুখ হলেন।

বারাণ্ডাস্থ বধূরা গর্ভবতী রমণীর স্তনযুগের ন্যায় নম্রমুখী হতে লাগ্‌লেন। রাজপথ চন্দ্র ও কুমুদিনীর সন্দর্শনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কল্লে। এইখানে ফিলজফার-দের আবিষ্কৃত লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি সার্থক হলো।

বীডন সাহেবের প্রসাদে ও কল্‌কেতার ভারতবর্ষীয় সভার যত্নে আমরা কৃষিপ্রদর্শনে নানাপ্রকার মনোহর দ্রব্য দেখে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়েছি, রাজপথের রংবেরং দ্বিপদ জানোয়ারগুলি দেখে, তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখ অনুভব কচ্চি। দুর্ভাগ্য ক্রমে যাঁরা বেলবিডিয়ার উদ্যান প্রাঙ্গনে যেতে পারেন নি, তাঁরা পথের জানোয়ারগুলিকে দেখে ঘোলেই দুগ্ধের পিপাসা মিটিয়ে নিচ্চেন। কাননস্থ মৃগ-শাবকগণ যেমন করভ দর্শনে সচকিতনেত্রে দূর বনে পলায়ন করে, শশক, বরাহ ও কুরঙ্গদল যেমন শ্বাপদ জন্তু ও শিকারী মানুষ দেখে, সভয়চিত্তে বনাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হয়, আমাদের নবরসিক কুঞ্জরেরা তেমনি, পাছে কেউ দেখে, এই ভয়ে মুখে চোকে কাপড় ঢেকে, লহোরের ধারের দরোজার ভিতর ঢুকে পড়্‌চেন। সেই খান থেকে সপ্যাঁজ ফাউল কট্‌লেট্‌ ও মটন্‌চপ হাজির করবার ফরমাস্‌ হচ্চে। বিবিরা সকালে সকাল বিয়ার ও ডিষ্টিল্‌ড্‌ রম জুগিয়ে রেখেছিলেন, কিছু কিছু টেষ্ট নিয়ে তবলায় চাঁটী আরম্ভ হলো! “চলো প্রেমসরোবরে, নবীন নাগর রসের সাগর, কালার পীরিতে নমস্কার”

প্রভৃতি শাদা ও দাশুরায়ের (১) খোলা খেঁউড়ের আগুন উঠ্‌তে লাগলো। জুতো, বাপান্ত ও শতমুখী ফাঁক যাচ্চে না। পূর্ব্বে বল্‌তে ভুলেছি, যখন সব সাল দোনালা গর্ত্তে ঢোক্‌বার ভিড় হয়, সেই সময় নূতন বসন্তকাল পেয়ে, দু এক ডজন ভিড়নীও পেস হয়ে গ্যাছে।

দুঃখ বল্‌তে হাসি আসে, মাঝে মাঝে খুঁজে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডজন ডজন ক্লেবার ফেলোও বাহির হয়ে পড়্‌লেন। তাঁহাদের অনেককে ব্রাহ্ম সমাজের শাখায় বোসে (২) চোকবুজে ঢুল্‌তে ও কাঁদ্দে দেখা গ্যাছে। তাঁহাদের আর অন্যত্র বাসা নাই, জাতিভেদেরও তক্কা রাখেন না, সকলই সেইখানে সম্পন্ন হতে পার্‌বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা ভাল ঘরে ঢুক্‌তে পারেন নি, মনে মনে সামাজিকতার ভয় আছে; পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গেই দেখা হয়ে পড়ে। মনে মনে সকলেই মনোচোর! তাঁরা যে ঘরে ঢুকেচেন, সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা গত বৎসর গ্রীষ্ম কালের বিষনয়নে পড়েছিলেন, আজো তাঁহা-

(১) পাঁচালীওয়ালা দাশরথী রায় বড় মন্দ কবি ছিলেন না। তিনি উত্তম গীত বাঁধ্‌তে পারতেন। তাঁহার অনুপ্রাসগুলিও প্রশংসনীয়, কিন্তু দাশুরায়ের গোঁড়ারা আমাদিগকে ক্ষমা করবেন, তাঁহার উপহাস রসিকতা প্রবল দেখে গায়কদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা যায় নাই।

(২) এই পরিচ্ছেদে ও পরিচ্ছেদান্তরে যে সকল ব্রাহ্মের কুক্রিয়ার হাট হদ্দ আছে, তাঁহারা বক বিড়াল অপেক্ষাও ৫০১ গুণ ভণ্ড। প্রকৃত ও নিরপেক্ষ ব্রাহ্মগণ ক্ষমা করবেন, লেখক সনাতন ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করে আপনারে অপরাধী কর্ত্তে অগ্রসর হয় নাই।

দের গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা নক্র অপেক্ষাও হিংস্র এবং হায়েনা (৩) অপেক্ষাও ভয়ানক। এই আশ্চে ফাগুনে রোঁ কাটিয়ে গা ঝেড়ে উঠ্‌বেন এমনি সম্ভাবনা।

এখন শ্রীমতীদের মূর্ত্তি অতি চমৎকার। হনু ও দন্ত বহির্গত, চক্ষু কোটরাভ্যন্তর্গত, মেরুদণ্ড কঙ্কালসার, আকৃতি খানি যেন, গরাণের খুঁটির উপর দুটী দুটী চাঁচাঁ গাঁট বসান রয়েছে। মস্তকগুলি ঠিক পল্লীগ্রামের বাঁশতলার ওলদিগের রংদার ফটোগ্রাফ! মাঝে মাঝে দন্তকুশের ন্যায় দু চার গাছি শিখা থাকাতে, চাঁদবদনীরা যেন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের দ্বারের পাণ্ডা অপেক্ষাও বে-আড়া দেখাচ্চেন! নায়কেরা তাই ধোরে পরচুলো, দড়ী ও মল্লিকে ফুল পরিয়ে সাজাচ্চেন, আর সেই সকল চাঁচর কেশের প্রেইজ কচ্চেন! একজন উমেদার ব্রাহ্মণ তাঁহাদের এক পার্টির মদ দেওয়া মুটেগিরি কর্ম্ম পেয়েছিলেন, অধিক দিন উমেদার থাক্‌তে থাক্‌তে বাবু বা সাহেবের নজরে পড়ে যেতে পাল্লে, একদিন না এক দিন কপাল ফিরে দাঁড়ায়। এ উমেদারেরও সেইরূপ একাদশ বৃহস্পতি! রাত্রি ১১ টার পর মদ ফুরিয়ে এলো. বধূবিলাসীরা তাঁহারে মদ আন্‌তে পাঠালেন। তিনি রাস্তায় বেরিয়ে দেখ্‌লেন, তখনও রাস্তায় লোকারণ্য। খাতায় পাতায় লোক এসে এর তার দরোজার ধারে উঁকি মাচ্চেন। কেউ কেউ পথ ভুলে স্যাকরার দোকান ও কাপড়ের আড়তে

(৩) ...

ঢোকবার উদ্যুগ করাতে যেহদ্দ মার খেয়েচেন, অবশেষে খুঁটীতে বাঁধা আছেন, কাল সকালে পুলিসে চালান হবেন। একজন দর্জ্জী একটী ভদ্র রমণীর পেছু লেগে ভূত সেজে অনুনাসিক শব্দে রাস্তা ঘোর করে ছিল, শেষে এক ভদ্রলোক তাহারে ধোরে ভূতমন্ত্র ঝাড়িয়ে দেন। আজ রাত্রিতে প্রায় পাহারাওয়ালা রাস্তায় নাই। পরবের রাত্রি! আমোদ ও চুরি করবার "এলাওয়েন্স" থাক্‌তে পারে! পদ্মপুকুরের মোড়ে এক জন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আধ ডজন মাতাল ঘেঁটিয়ে রিফাইন কেতার মার খেয়েচেন। সকল স্থানেই প্রায় পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের আসর জারী সমান, ফলে তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ দুর্দ্দশা! ইনস্পেক্‌টর-দিগের অনেক প্রভুকে বারভূতে পেয়েছে।

উমেদার মুটে স্বচ্ছন্দে মদ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ওদিকে বাবুদলে মদের অপ্রতুল হওয়াতে "ড্যাম্ দি স্লটী ডেভিল" বলে গাল চলেচে, আর শুধু চাট্ খেয়ে আশ মিটান হচ্চে। এমন সময় মদ এলো। এক জন দলের মধ্য থেকে উঠে, মুটেকে ধোরে "বাবা! তোমার এত দেরি কেন ভাই?" বলেই গুমুস্ কোরে এক কীল মাল্লেন। সকলে হিপ্‌ হুরে, ব্রাভো বোলে চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌লেন। বধূরা করতালি দিলেন। আবার ডিস, রুমাল, গেলাষ ও ডিম আসরে নাম্‌লেন; শ্রাদ্ধের উদ্যুগ হতে লাগ্‌লো। বাবুরা স-মধু বারবধূর মুখামৃত পান করে আমোদ কর্ত্তে লাগলেন। দুই এক জন দাঁড়িয়ে উঠে

"আমরা সুপারিষ্টেসনের চেইন ভেঙে সমাজ মধ্যে লিবার্টী লাভ করেছি, সেকেলে বুড়ো ফুলদিগের মত জাত বিচার ও সন্ধ্যা আহ্নিক করে কাল কাটাতে হয় না। হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদিগকে তোমার সৎপথের পথিক কর, আমরা তোমারি দত্ত ইন্টুইসন প্রভাবে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে প্রাণ পণে ক্রটি কচ্চি না। ওঁ তৎ সৎ।' এইরূপ স্তোত্র পাঠ কল্লেন! পবিত্র স্থান গেলে বোধ হতো যেন, লেজিসলেটিব কৌন্সিলের রাজকুমার ও মৌলবী সভ্য এবং নূতন হাইকোর্টের ফ্যাসনেবেল উকীলেরা স্পিচ ও প্লিড্ করে ফিরে গ্যালেন। উপাসনার পর পুনর্ব্বার পান আহার সারা হলো, সকলে মত্ত হলেন। সমস্ত রাত্রি এইরূপে চল্লো। তোপের পূর্ব্বে একটু বিশ্রাম করেছিলেন, পরদিন উঠ্তে বেলা হয়ে গ্যাচে, সুতরাং ব্রেকফাষ্ট সেইখানে সারা হলো। তার পর ১০ টার সময় পোষাক ও আঙুলে 'এসা দিন নেহি রহেগা', আঁকা আংটী পোরে মেলা দেখ্তে বেরুলেন।

হা হতভাগ্য বঙ্গ ভূমি! তোমার সন্তানেরা বিদেশীয় সন্তানদের নিকটে এত অপদস্থ কেন? জগতের মধ্যে এক মাত্র নিত্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাও ইহাঁরা বিকৃত করে তুলচেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময়াবধি যদি ইহার উন্নতি চেষ্টা হতো, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এতদিন ভূমণ্ডলে বিরলপ্রচার থাকে? শতকরা এক জনের অধিক প্রকৃত নাই, মূল ব্রাহ্মসমাজ ও সেই একজন ব্রাহ্মের অনবধান-

তাই সকল অনিষ্টের নিদান হয়েছে। ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যদি সমাজের কর্তৃপক্ষের এক মাত্র উদ্দেশ্য না হতো, সেকেলে রাজাদের কন্যার বিবাহের ন্যায়, "যার মুখ দেখ্‌বো, তারেই দুহিতা সম্প্রদান করবো ,, এইরূপ ব্রাহ্ম করা পণ যদি না থাক্‌তো, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এতদিন ভূমণ্ডলে বিরলপ্রচার থাকে ? আমরা লোকের কাছে স্পর্দ্ধা করে গল্প করে থাকি, আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয় অ্যাডিসন; দ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎ নিউটন ও গ্যালিলিও, প্রধান বাগ্মী ডিমস্থিনিস ও সিসিরো, ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা সক্রেটিসের ন্যায় ব্যক্তি সকল জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁহারাও ঐ কথা বোলে অভিমান করে থাকেন, কিন্তু এক মাত্র বাহ্যাড়ম্বর সকল গুণকে অতিক্রমণ করে, মেঘাচ্ছন্ন শশাঙ্কের ন্যায় মলিন করে রেখেছে। এই সকল কথাতে কেউ কেউ মনে কর্ত্তে পারেন, ব্রাহ্মদিগকে নিয়ে এত পীড়াপীড় কেন ? যাঁরা এরূপ মনে করবেন, আমরা তাঁদের কাছে এই কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি, "যার যেখানে ব্যথা, তার সে খানে হাত।,,

আজ বুধবার। টিকিটের মুল্য ॥০ আট আনা। অনেক দর্শক সমুপস্থিত হয়েছেন। প্যারিসস্থ পর্টুগাল সাহেবের উৎকৃষ্ট ফোয়ারা, ব্রহ্মদেশ থেকে সমাগত কল্ল, কল্‌কেতার ব্রাউণ ও লিপেজ কোম্পানির নানা প্রকার কল, ও ডক্রো সাহেবের জলতোলা কলের নিকটেই আজ অধিক লাক। ছোট টাটু ঘোড়াটীও অনেকে দেখেছেন। সকাল

সকাল দেখা সেরে যে যার বাসা মুখো হলেন। লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণরের ঔদার্য্য গুণে গবর্ণমেণ্ট আফিসের কর্ম্মচারিগণের মেলা দেখ্‌বার অনুমতি ছিল। তাঁহাদের অনেকে আজ আগমন করেছিলেন। নকলনবিস কেরাণীরা কখনো ভাল করে খেতে পরতে ও আমোদ কর্ত্তে পান না। আজ সহরের পাঁচ প্রকার তামাসা দেখে আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হয়ে গ্যালেন, কেউ কেউ বাঁধা গরুর দড়ী ছেঁড়ার মত দু একটা আন্‌কা গৈলে ঢুক্‌লেন। হাউসের চণ্ড, মুণ্ড ও লম্বোদর লিওপার্ডদের ত কথাই নাই; তাঁরা রাজারও রেয়েত নন, সেখেরও খাতক নন, বাজার বুঝে কাজ করেন, আর গাঁত বুঝে পা ফেলেন। তাঁদের প্রদর্শন দেখা তথৈবচ, যাঁরা যোদাগাড়ীতে উঠে এসেছিলেন, তাড়াতাড়ী বেরিয়ে গ্যালেন, আজ ঢাকাইচাঁদ বাবুর বরানগরের বাগানে ভারি ভোজ! দুঃখের বিষয় এই, যুগান্তর উপস্থিত হওয়াতে এখন আর পূর্ব্বের মত সমুদ্র পারের অভ্যাস নাই, গাড়ীতে যেতে দেরি হয়ে পড়্‌লো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রদর্শন দর্শকদিগের সকলেই প্রায় ভিড় ভেঙে পাত্‌লা হলেন, কেবল কয়েকজন সাহেব ও হোটেলওয়ালা যা কিছু গুল্‌জার করে রাখ্‌লেন। এইরূপে তৃতীয় দিবসের আমোদ শেষ হলো, রাত্রি পূর্ব্ববৎ সমারোহে কেটে গ্যাল, কাল চতুর্থ দিবস।

আজ বৃহস্পতিবার। টিকিটের মূল্য ।০ চার আনা। দর্শকের ভিড় অধিক। ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা,

চক্রবেড়ে, বেলতলা, পাকুড়তলা ও কাঁশারী পাড়া ছেঁকে গ্যাছে। কাঁশারীদের রাস ও * নগরের * * * মণ্ডল দিগের (৪) চৈত্র মাসের রাসের (৫) সময় কেবল জনকয়েক লোক এই সকল শ্রীপাট শোভিত করেন, কিন্তু এই কৃষিপ্রদর্শনে এ বৎসর বিস্তর লোক জমা হওয়াতে ঐ সকল দেবালয়ে স্থান সমাবেশ হয়ে উঠ্‌লো না, সুতরাং অনেককে সিদ্ধেশ্বরী দর্শনার্থী হয়ে উত্তরবাহিনী (৬) হতে হলো।

প্রদর্শনের অবশিষ্ট শুক্র ও শনিবার সমান জনতা ও সমান আমোদে শেষ হয়ে এলো। লোকের উৎসাহ ও ফলাধিক্য দেখে লেফটন্যান্ট গবর্ণর আর এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে টিকিট কিন্‌তে হয় নাই! অনেক স্ত্রীলোক এই সময় দর্শন করেছেন। বাঙ্গালাদেশ আর কখনো এরূপ উপকার লাভ করেন নি। সিসিল বীডন এই ৪ বৎসর কাল প্রকারান্তরে পিটার্সনের মত

(৪) এই বংশের একজন মণ্ডল একটী ইতর স্ত্রীলোকের প্রতি অতিশয় নির্লজ্জ ও নৃশংস ব্যবহার করেছিল, সেই জন্য তাহার একটা কুৎসিত খেতাব হয়ে গ্যাছে। ঘৃণিত বিষয় বোলে তাহার নাম ধাম লেখা গেল না। ইহারা ধনী ও জমিদার।

(৫) চৈত্র মাসে গাজন হয়, এই আমরা জানি। রাসের বাস্‌দেবের মধ্যে গোসাঞী, মণ্ডল এবং আজ কাল এক পাড়াগেঁয়ে ঘোষ নূতন শির খাড়া করেছেন।

(৬) উত্তর অঞ্চলের শোভার বিষয় সরস্বতী পূজা পরিচ্ছেদ দেখ।

কার্য্য বিশেষে উৎসাহ দিয়ে বেড়িয়েছেন। গ্রাণ্ট, লঙ ও হরিশ দরিদ্র প্রজাদের যত উপকার করে গ্যাছেন, ভারতবর্ষীয় সভার "বাহাদুর" মিত্র, পাল ও মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার মারীভয় ও এই কৃষিপ্রদর্শনের সাহায্য দান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সেরূপ তেজস্বিতা দেখাতে পারেন নি। যা হোক, লেফ্‌টনান্ট গবর্ণর ও ভারতবর্ষীয় সভাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রসাদে প্রদর্শনের দ্রব্যগুলি দেখে আনন্দ লাভ করা গ্যাছে। দুঃখের এই হয়েছে, যে দেশে প্রদর্শন হলো, সেই বাঙ্গালাদেশ থেকে কোন ভাল কল প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল দু এক জন কল্‌কেতার বাবু চালমাড়া ও খড়কাটা কল দিয়েছিলেন। ডফের স্কুলের কয়েকটী বালিকার কৃত কার্পেটের ছবি অতিশয় মনোহর হয়েছিল। ঘৃত, মাখন, মিছরি, কচু, ইক্ষু, মটর, মুগ, ধান, চাল ও মোম প্রভৃতি উত্তম হয়েছিল! মোরগ, পেরু, ময়ূর, কপোত, শুক, ময়না প্রভৃতি পক্ষী, মহিষ, দুধে মেষ, ছাগ, গাভী, খরগোষ, হরিণ, বলদ ও অশ্ব প্রভৃতি পশুও অতিশয় প্রীতিকর! বাঙ্গালাদেশে লম্পটের ভাগই অধিক! আমরা ভরসা করি, প্রতি তিন বৎসরে যে প্রদর্শন হবে, বাঙ্গালা দেশ তাহাতে অন্ততঃ বর্ম্মার তুল্য কলও দেখাতে পারবেন। লাম্পট্যের সহিত আলস্যের হ্রাস না হলে তাহা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই। আদর্শ স্বরূপ প্রথম প্রদর্শনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গ্যাল। আহ্লাদের বিষয় এই, দু এক

জন দেশহিতৈষী সম্ভ্রান্ত জমিদারের গৃহে ও উদ্যানে উত্তম উত্তম কল ক্রয় করে রাখা হয়েছে।

অনেকে অনৈসর্গিক অদ্ভুত বস্তু ও জন্তু দেখ্‌বেন মনে করে এসেছিলেন, তাঁদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ হয়েছে সন্দেহ নাই। বীডন সাহেব যদি কাটগড়ার ধারে ধারে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ, ভীষ্মের শরশয্যা, সত্যভামার দর্পচূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ, গোপিনীদের বস্ত্র হরণ, অর্জ্জুনের লক্ষ্য বেঁধা, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, বিড়ালের হস্তী প্রসব, আধ মণ বেগুণ, রাজমহিষীর কাক প্রসব প্রভৃতি মাটীর ও কাঠের সঙ করে দিতেন, অনেক দর্শক চরিতার্থ হয়ে যেতেন সন্দেহ নাই। কল্‌কেতার সহরে অনেক প্রকার আমোদখোর দ্বিতীয় কিউপিড্ (৭) আছেন, তাঁরা যদি অধ্যবসায় সহকারে লম্পট প্রদর্শন করেন, দেখ্‌তে পান, কত বড় সমারোহ হয়। নীলবানরের নাচ ও হাওয়া খাওয়া সঙ দেখা আমাদের পুরোণো হয়ে পড়েচে।

কৃষিপ্রদর্শন সমাপ্ত।

(৭) কামদেব। ইহাঁদিগের দ্বারা আসল কন্দর্পের বিস্তর উপকার হয়ে থাকে, সুতরাং ইহাঁদিগকে কিউপিডের অবতার বোলে পেস্ করা যেতে পারে।

সরস্বতী পূজা

"কল্‌কেতা সহর রত্নাকরবিশেষ। এখানে যা না আছে, এমন জানোয়ার পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানায় নাই।' হুতোম একথা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করেছেন। আলীপুরের এক্‌জিবিসন শেষ হতে হতে সহরে সরস্বতী পুজোর উয্যুগ হতে লাগ্‌লো। অনেক বাড়ীর প্রতিমে একমেটে হয়ে গ্যাল। লোকেরা আমোদের হৈচুর হয়ে ফেটে ফেটে পড়্‌চেন। শরৎ কালের সহিত অনেক বাবুর বাবু আনা রসাতলশায়ী হয়েছিল, এই কয় মাস আমরা তাঁদের চক্রবাকের দলেই গণনা করে রেখেছিলাম। তাঁহাদের বাবুগিরি সুগন্ধ কমলিনীর অনুচরী। হিমাগমে নলিনীর সহিত তাঁহাদের জাঁকজমকও পঙ্ক মধ্যে বিলীন হয়ে যায়! পাঠকগণ মনে করুন, আমাদের এই শ্রেণীর আউট্‌ ষ্টুডেণ্ট ষ্টডব্রেড বাবুরা কল্‌কেতা সহরে গ্রীষ্ম কালের বড় লোক। মনে করুন, বৎসরের আট মাস কাল যাঁরা সদর্পে কন্দর্পের শরাসন-জ্যাঃ ছিন্ন করে বেড়িয়েছেন, শীত সমাগমে কাশ্মীর ও তিব্বতের পশুপালের অনুগ্রহ শুভদৃষ্টির অভাবে তাঁদের সন্ন্যাসী অপেক্ষাও দুর্দ্দশা।

ডুরে উড়ুনী ও মলমলের পীরাণ তাঁদের সম্মান রক্ষা কর্ত্তে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং মন্মথের শরপাতের ভয়েই যেন, তাঁহাদিগকে হোটেলের বিলসরকারী, বাইসম্যানের দোকানদারী, বোতল আছে বিক্রী, ছদ্মবেশে পূর্ব্ব পরিচিত তীর্থমন্দিরের দালালী প্রভৃতি এমপ্লয়মেণ্ট গ্রহণ কর্ত্তে হয়ে ছিল। এই সময় সময় পেয়ে দক্ষিণানিলের সহায়তায় উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শুভ দিন দর্শন দিল; তাঁহারা মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করে, সিকের হাঁড়ী থেকে ডুরে চাদর, রবারের জুতো, নিমু, মল্‌মলের পীরাণ পেড়ে শ্রীঅঙ্গে ধারণ কল্লেন। আলবার্ট ফ্যাসন পুনরারম্ভ হলো। অনেকে নূতন ফ্যাসনের ক্রীত দাস হয়ে নীলামের বস্ত্রে এক একটী চায়না-কোট তৈয়ের করিয়ে নিলেন। আলপাকারা নবযৌবন ধারণ কোরে অনেকের গাত্র পবিত্র কল্লে। কেউ কেউ আলবার্ট ফ্যাসনের যায়গায় ওয়েল্‌সী (১) ফ্যাসনকে ভর্ত্তি করেচেন। পাড়াগেঁয়ে বারুইয়েরা তাহাদের পর্ণক্ষেত্রে (বরোজে) যেরূপ আল দেয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ!

(১) কুইন ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মস্তকের মধ্যভাগ থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সিঁতির ন্যায় চুল ফিরোন। রাজকুমারের পিতা প্রিন্স আলবার্ট বাঁকা সিঁতি কাটিতেন। পিতাপুত্রের চুল ফিরোনোর অনুকরণকে আলবার্ট ফ্যাসন ও ও ওয়েল্‌সী ফ্যাসন বলে।

এক দিন বেলা ১০ টার সময় একজন গন্ধবেণে বাবু ওয়েলসী ফ্যাসনে চুল ফিরিয়ে চায়না-কোট গায় ও ষ্টকিং পায়ে দিয়ে তালতলার বড় রাস্তা দিয়ে ধর্ম্মতলার দিকে যাচ্ছিলেন, নেউগীপুকুর লেনের ঠিক উত্তরে একজন সোণারূপোর পোদ্দারের দোকানের ঠিক মাথার উপর একজন ভদ্রলোক রাস্তা পানে চেয়ে বসেছিলেন, নূতন রকম বাবু অথবা জানোয়ারটীকে দেখে, তাঁর বড় ইচ্ছা হলো যে, একবার তাঁকে কাছে এনে ভাল করে দেখেন। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্যে বাবুটীকে সম্বোধন করে বল্লেন "মহাশয়! আপনারে যেন চেন চেন কচ্চি, একবার এইখানে এসে তামাক খেলে ভাল হয়।" বাবু এই কথা শুনে, তাঁর মুখ পানে তাকিয়ে "বুড়ী ফুল আবার চেন চেন করে কেন?" মনে মনে এই কথা বোলে, ঘাড়নেড়ে চেঁচিয়ে বল্লেন "আই হ্যাভ মেনি বিজনেস টু পারফরম, গোইও টু দি অফিস, মিষ্টার গ্যাম্পার ইজ ওয়েটিং ফর মি, আই অ্যাম দি হেড্‌ম্যান অফ হিজ ডিপার্টমেণ্ট, দ্যাট ইজ্‌ অ্যান আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক সারভিং ফাইভ ইয়ার্স, গেটিং এইট্টী রূপীজ পার মেন্সেম, আই শ্যাল সূন পাস অ্যান একজামিনেসন, অ্যাণ্ড টরণ টু এ ব্যারিষ্টার। কান্ট ওয়েট্‌ বাবু! আই হ্যাভ সো মেনি বিজনেস। *" ভদ্রলোক এই সকল কথা শুনে মনে কল্লেন,

* আমারে অনেক কাজ নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে। আফিসে যাচ্চি। গ্যাম্পার সাহেব আমারি মুখ চেয়ে আছেন। আমি তাঁর আফিসের কর্ত্তা বাবু। ৫ বৎসর কাজ কচ্চি। মাসে ৮০ টাকা মাইনে পাই। শীঘ্র পরীক্ষা দিয়ে ব্যারিষ্টার হবো! দেরি কর্ত্তে পারি না বাবু! আমার এত কাজ!

এ ব্যক্তি ইহার অন্নপ্রাশন অবধি জীবনবৃত্তান্ত আওড়ায় না কি? যা হোক, উহারে আন্‌তে হয়েচে। এই ভেবে পুনরায় বল্লেন, " বাবু! আপনি ও সকল আত্ম বিবরণ বল্‌চেন কেন? আমি ও সকল শুন্‌তে চাচ্ছি না, একটী কথা শুনে শীঘ্র বিদায় করে দিচ্চি, একবার অনুগ্রহ করুন।" রেগে বাবু বল্লেন " বেটা উল্লুক কিছুতেই ছাড়্‌চে না; করি কি? যেতে হলো।" এই ভেবে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ভদ্র লোক ওদিকে মনে মনে হেসে, কিঞ্চিৎ নারকেল তৈলে আধ বাণ্ডিল চীনের সিঁদুর গুলে সাজিয়ে রাখ্‌লেন। বণিক্ যাইবা মাত্র " আস্‌তে আজ্ঞা হোক, তামাক দেরে।" বলেই ওয়েল্‌সী সিঁতি পরিপূর্ণ করে তেল সিঁদুর লেপে দিলেন! চমৎকার খোল্‌তা বেরুলো! চাকরেরা ওদিকে যোড়া শাঁক বাজিয়ে হুলুই দিলে। বোধ হলো যেন, সাক্ষাৎ মা কুলকুণ্ডলিনী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী তালতলার বারাণ্ডায় বিরাজমানা হলেন! সভা-বাজারের একজন বাবুও ঐরূপে এক ব্যক্তিকে ভগবতী সাজিয়ে দিয়েছিলেন! আজ কাল যেরূপ অনুকরণের ধূম, তাহাতে এইরূপ করাই ভাল।

এদিকে মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনেই মা বীণাপাণি পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবেন। দশদিন থাক্‌তেই সহর যেন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। সোণাগাজী, বাগবাজার, সিমলা, মেছোবাজার, গরাণ-হাটা, বাঁশতলা, মাথাঘষা, চোরবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, হাড়কাটা, সেন্ট জেমস চর্চ্চ, বৌবাজার, গুড়ের

মা, ইমামবাগ, চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি পীঠস্থান সকল যেন জম্ জম্ কচ্চে। দিন নাই, রাত নাই, ঝাঁক ঝাঁক পীল ইয়ারের দল ঐ সকল তীর্থে সমাগত হচ্চেন। ঐ স্থানেই অনেকের আফিসিয়াল চেম্বর ও আরটিফিসিয়েল ট্রেণিঙ অ্যাকাডেমী! প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা জাঁকালো গার্ডেন ফিস্ট কোরে, উদ্যানেই রুল টেনে ট্রাই অ্যাঙ্গেল এঁকে জিওমেট্রীর নূতন নূতন প্রপোজিসন প্রস্তুত কচ্চেন! আল্জেব্রা গুপ্তভাবে লক্ষ্য বস্তু অ্যাক্ষারম্ কচ্চে। সরস্বতী পূজোর দায়ে পড়ে, অনেকে হাতে পাতে বিলক্ষণ পুরস্কার লাভ করেচেন। টাকা দিয়ে জুতো ও বাপান্ত গাল ক্রয় করে লয়, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন বোধ করি, পৃথিবীর আর কোন অংশেই এরূপ জলজীয়স্ত জানোয়ার অন্বেষণ করে পাওয়া কঠিন! শত্রু মুখে ছাই দিয়ে এই সকল ক্যাটোফরাসের আজ কাল চীনের শূকরের মত বংশ ও মুচির কুকুরের মত শ্রীবৃদ্ধি!

সকলেই অনুভব করে দেখ্বেন, বাগবাজারের নবরত্ন মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী ও নিমতলা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে এসে, ঠিক দক্ষিণদিকের পশ্চিমাংশে, পায়রার খোপের মত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণ্ডা নয়নগোচর হয়। ঐ সকল বারাণ্ডা ও স্থানবিশেষের রকমসই চিক্কেলা বারাণ্ডারা যেন প্রকৃতির রমণীয়তা দেখাবার নিমিত্তই প্রকৃতিরূপমাল্য পরিধান করেচে। নির্লজ্জ পবন তাহাদিগের স্পর্শসুখ অনুভব করবার নিমিত্তই যেন, এক একবার দক্ষিণদিক

থেকে ছুটে ছুটে আস্চে। ভবানীপুরে যে সকল ঝুট্টার কারচুবির উল্লেখ করা গ্যাছে, এখানে সেগুলি সাঁচ্চা! বিশেষতঃ বাইজী, খেম্টাওয়ালী, কীর্ত্তনী ও কল্‌কেতার কোন কোন তেলী, সোণারবেণে, শুঁড়ী ও ছুতোর বড়মানুষদের রাখিত মেয়েমানুষগুলির সজ্জা ও গৃহশোভা সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার! বাইজীরা চমরীগরুর পুচ্ছ, ও শিকারোদ্যতবনবেঁজীর লেজের মত চুল এলো কোরে, ছাতে ছাতে পাইচাড়ি কচ্চেন, আর ইরাণীর ধোঁয়া উড়াচ্চেন, পথিকেরা হাঁ কোরে আকাশ পানে চেয়ে অপূর্ব্ব কেশছটার তারিফ কর্চ্চেন। বস্তুতঃ চিৎপুর রোডের দুধারী বেশ্যালয় থাকাতে, বার মাস ত্রিশ দিন আর পান্থদিগের চক্ষু মাটী দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না! অনেকে টক্কোর খেয়ে নর্দ্দমায় পড়্‌চেন, অনেকে গাড়ী ঘোড়ার ধাক্কায় অঙ্গহীন হচ্চেন। যাঁরা সমুদ্রগর্ভস্থ জাহাজের "কম্পাস", দেখেন নাই, তাঁরা এই রাস্তার ভ্রমণকারীদিগের চক্ষু দেখুন। অর্ণবপোত যেদিকেই যাক, কম্পাস যেমন ঠিক উত্তর মুখেই থাকে, আমাদের পথিক ফ্লীটের গতি যেদিকেই হোক, চক্ষু কম্পাস বারাণ্ডার মুখগুলি লক্ষ্য করেই আছে। দুঃখের বিষয় এই, পাড়াগেঁয়ে নবীন সুরসিক পুরুষ বিহঙ্গদিগের পাখা নাই।

দুর্ভাগ্য ক্রমে যে সকল সুমুখীর বারাণ্ডা নাই, তাঁরা গাঁদাফুল মাথায় দিয়ে, মল বাজিয়ে, হাতে পায়ে ঠোঁটে আল্‌তা পোরে, রাস্তার লহোরের ধারেই বার দিয়েছেন।

গরাণহাটা, চুণাগলি,চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি স্থানেই এইরূপ দল অধিক। ইহাঁদের শ্রেণীবন্ধের নিয়ম অতি চমৎকার। দিনের বেলা কে কোথায় থাকেন, জেনে উঠা যায় না, সূর্য্য অস্ত হতে হতে তারকাপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে মধুক্রমের মধুমক্ষিকার ন্যায় শার গেঁথে উদয় হন। হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, পথি মধ্যে বুড়ো গোবিন্দ অধিকারীর মানভঞ্জন যাত্রা হচ্চে,সখীরা স-রাই বংশীধারীকে ঘিরে নিয়ে " কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো।, বলে গীত গাচ্চে। বাস্তবিক ইহাঁদের মুখারবিন্দ থেকে " হৃদি সরোজে রাখিব, অধর সুধা পান করাব, এসো যাদু আমার বাড়ী আমি দিব ভাল বাসা। প্রাণ তোমার কি বিবেচনা, চিন্‌লে না কো রাং কি সোণা।,, প্রভৃতি সুধা ক্ষরণ হয়ে থাকে। নূতন লোক ইহাঁদিগকে দেখ্‌লে সহসা মনে কর্ত্তে পারেন, যেন গবর্ণর জেনেরলের " লিবির,, দিন সিপাহী ও গোরা সেনারা শারি শারি দাঁড়িয়েছে, অথবা অপদার্থ নূতন পুলিসের এক পাল নবধৃত অথর্ব্ব ধোপা কনষ্টাবলের প্যারেড্ বা ভল্লূক নাচ হচ্চে। উপর নীচে এই সকল শোভা দেখে শুনে, কোন্ ভাবুকের মনে না নব নব ভাবের উদয় হয়? সন্ধ্যার পর একটা ঝড় উঠ্‌লো। কামিনীরা ঝড় খেয়ে, শোকে নেয়ে, দোর দিয়ে পালিয়ে গ্যালেন। ঝড়ের পর করণোয়ালিস ষ্ট্রীটের হাফ ইন্‌সলভেণ্ট বাবুর বাড়ীর ঠিক নৈঋতকোণে, আমার বাড়ীর ঠিক সম্মুখে, একজন প্রাচীন ফকির মুখ ফুটে স্বর

বেরিয়ে পড়্লো। তিনি এই কতক্ষণ ও পাড়ার শোভা দেখে ফিরেচেন।

রাম কবিতা।

মরি মরি কিবা শোভা! আহা কি বাহার!
প্রকৃতি পোরেছে যেন, প্রকৃতির হার!!
পাখা নেড়ে, উড়ে উড়ে, বেহায়া পবন।
খুলে দিলে সকলের গায়ের বসন॥
ছি ছি ছি ছি বায়ুরাজ! মানো না দোহাই।
আপনি নিলাজ বোলে সবাই কি তাই?
সুখেতে দেখিতেছিনু রমণী রতন।
অরসিক নাই আর তোমার মতন!

কবি এইরূপে খেদ করে সিম্‌লের হেদোর দিকে প্রস্থান কল্লেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে পড়্লো। আজ অমাবস্যা। সরস্বতী পূজোর আর পাঁচ দিন আছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তথাপি ইয়ারদলের শঙ্কা অথবা বিরামের নাম নাই। হুতোম নিশীথ বর্ণন সময়ে বলেছেন " চারদিক ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ, মাঝে মাঝে বেকার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ রব ও সার্জ্জন পাহারাওয়ালার গুমুস্ গুমুস্ পায়ের শব্দ শ্রবণগোচর হচ্চে।,. কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! হুতোম আজো ছবছর হয় নাই বাহির হয়েছে, ইতিমধ্যে রাস্তার চৌকীদারের পদ শব্দের স্থলে পীল ইয়ারদের জুতো ও ছড়ী সবষ্টিচিউট! বেকার কুকুরেরা একচেটেয় ডাক্‌তো, এখন বৌ কথা কও ও কোকিলেরা

তাহাদের দোয়ারকী কোর্চ্চে। সকল বেশ্যা বাড়ীর দরজা-তেই প্রায় যুড়ী, তেযুড়ী, চৌঘুড়ী খাড়া রয়েচে। গৃহমধ্যে লালপানির চক্ চঁক, চেণাচুরের ছপ্ ছপ্ ও বোতল গে-লাষের ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনা যাচ্চে। কোথাও এক বাবু তাঁহার প্রিয়তমা বিবিকে চাবুক বসিয়েছেন, সে তাহার মাতা, দাসী ও দরোয়ানের নাম কোরে উচ্চৈঃস্বরে রোদনকোচ্চে, আর বাবুরে অনবরত গালাগাল দিচ্চে। বাবু পুনরায় "বগী হুইপ্" কসিয়ে পালাচ্চেন। কোথাও ডোরা (২) ও চেক্তা (৩) আগমন করাতে বোধ হচ্চে যেন, গগন-মণ্ডলে বসন্ত মেঘ গর্জ্জন কোচ্চে। কোথাও এক বাবু তাঁহা র বধূর বাতায়ন থেকে একখান পাছাপেড়ে কাপড়, একটা তেলের বাটী, একটা দস্তার মুখনল, এক খান লোহের কবজা, আর একটা কলী হুকো চুরি কোরে প্রস্থান কচ্ছি-লেন, দরোয়ান তাঁকে ধোরে গোল করাতে ছয় বাড়ীর লোক একত্র হয়ে তাঁকে বিলক্ষণ প্র[illegible] কোল্লে, অবশেষে পাহারাওয়ালার হস্তে সমর্পণ করে দিলে। অনেক পাহা-রাওয়ালার যেমন শিক্ষা ও যেমন অভ্যাস, তদনুসারে ১১টী আধলা পয়সা পেয়ে ছেড়ে দিয়ে গেলো। কোথাও বা এক বাবু বিবিকে সুরাপানে মত্ত ও ক্লরোফরমযোগে অচেতন কোরে সমস্ত অলঙ্কারগুলি লয়ে পলায়ন করেচেন। বিবির মুখ দিয়ে প্রকাশ হলো, সে রাত্রি তাঁহার ঘরে দু-

(২) ভেদ
(৩) বমী।

জন অগ্রদানী পাড়ার ঠাকুর ছিলেন! ঠাকুর চোর অনেক আছেন, কিন্তু পুলিস ইহাঁদিগকে ঠাকুরগোষ্ঠি বোলে ভয় কোরে চোলে থাকেন। স্বরস্বতী পুজোর খরচের কল্যাণে অনেক স্থলে গাঁটকাটা, রাহাজানি, সিঁদ, হত্যা, ডাকাতী, জুয়াচুরি ইত্যাদি ঘটনা হোচ্চে। সহর টল্ টোলে! ওদিকে কোল্‌কেতার মণিমার্কেটের তাপমানে ৯৮॥০ ডিগ্রী পারদ ছাপিয়ে উঠ্‌লো! এই দারুণ উত্তাপের প্রকৃত কারণ আগ্নেয়গিরির ধাতু ও অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় অপ্রকাশিত রয়েচে; কিন্তু এদেশের দু এক জন সূক্ষ্মদর্শী এঁচেছেন, লেগু সাহেব ও ব্যাঙ্ক ইহার কারণ।

হুতোমের বাক্যসার্থক কর্ব্বার নিমিত্তই যেন, সময় "নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায় ও জীবের পরমায়ুর ন্যায়" সৌখীন দলের হাতছাড়িয়ে চোলে যেতে লাগলো। রজনী দুই প্রহরের মাথায় পদার্থন কোল্লে। নক্ষত্রমালা আজ চন্দ্রমাকে দেখতে না পেয়েই যেন, ছোট বড় সকল গুলিকে জাগিয়ে সহস্র২ প্রদীপ জ্বেলে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলো। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা ইমনের রাগ ভাঁজতে লাগ্‌লো, শেয়ালেরা খেয়াল ধোল্লে, রাস্তার শোয়া কুকুরেরা পাটাতনের নীচেথেকে আলাপচারী আরম্ভ কোল্লে; আমরাও তাল বুঝে চরা কোর্ত্তে বেরুলেম। পথেই অনেক সহাধ্যায়ী ও সম ধর্ম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পরমাপ্যায়িত হয়ে সেকহ্যাণ্ড কল্লুম। গুড্‌নাইটের এমনি একটা হর্‌রা উঠ্‌লো, দূরের লোকেরা মনে কোল্লে, কাশীমিত্রেরঘাটের ফেরতেরা হরিবোল

দিয়ে বাড়ী যাচ্চে। শেষে আমরা মাজের বড় রাস্তা ধোরে উত্তরমুখে যাচ্চি, এমন সময় একটা ঘরের ভিতর থেকে, কালোয়াতের তানশুদ্ধ একদল ফাষ্টরেট মাতাল ছুটে বেরুলো! ছেলে বেলা আমরা মায়ের কোলে শুয়ে যে রকম "নুনচুপড়ী বেদেবুড়ীর" গল্প শুন্তুম, সেই রকমের একটী নুনচুপড়ী বাই তাড়কা রাক্ষসীরমত আগুন ও চিম্‌টে হাতে কোরে তাহাদের পেছু সার কোল্লে। সার্জ্জন সাহেব "হাম টোম শালালোক সবকো পুলিসে চাল্লান কড়েগা।" বোলে রুল ও লাণ্ঠন নিয়ে আমাদের ধোর্ত্তে এলেন; আমরা চোঁচা দৌড়ে দক্ষিণদিকে পালিয়ে গেলুম, কেউ কেউ ** কাস্তে সাহসে ভর কোরে খানিক দূর এগিয়ে গ্যালেন, তার পর তাল থেমে গেলে আবার ফিরে এসে নম্বর ফিলঅপ কোল্লেন। আমরা যে পথে যাই, সেই পথেই নূতন নূতন আজগুবি দেখ্‌তে পাই। কোথাও একপাল পাকড়ী বাঁধা কর্ণধারের পৌত্তুর আফিস ফেরত (এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, সকলেই জানেন) বারাণ্ডার নীচে নীচে "রাম ভদ্দর খুড়ে" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌চেন, বারাণ্ডা থেকে থুথু ও বাপান্তর শোভাস্তরী উপহার পৌঁছুচে। কোথাও মুখে আসে না। এক বৎসর দোলের সময় ঐ রকমের এক ডজন শাম আবির মেখে রাঙা টকটকে হয়ে রাস্তায় শুয়ে বোসে গড়িয়ে কাদা মেখে আস্‌ছিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই এক এক সেতার। সহরের পুনা চারপোয়া, সুতরাং তাঁরা তাহার শ্রাদ্ধ গুড়িয়ে মার শেষে (কেউ কেউ ঝোলায়

উঠে) সুখানুভব করেছিলেন। দিনকতক একজন ঘোষ বাবু দত্তক চন্দ্রিকার মতানুযায়ী এক বিবি ও ৮ জন বরাখুরে মোসাহেব নিয়ে পাড়া বেড়ানো আরম্ভ কোল্লেন। মোসাহেবদের পৈতে গোচ্ছা কোরে গলায়, আলবাটী কেতায় চুল ফিরোনো, চাদর পাকিয়ে গলায় ফেলা! গা আদুড়! ঘোষ বাবু একবার এই সকল সভাসদ্ ও মেমসাহেবকে নিয়ে টাউন হালের এক মিটিঙে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর জুতোস্ত পুরস্কার লাভ হয়েছিল। কত লোক এই রকমে দেউলে হলেন, নীলামে জুতো পর্য্যন্ত বিকুলো, স্ত্রীর হাতের বাজু, মেয়ের পায়ের মল চুরি করা হলো। একজন ওবরসিয়ার সাহেব সিমলের একটী হিন্দুকুল পবিত্র কোল্লেন। কত লোক শ্রীঘরে ঢুক্‌লেন। কত কশাই কালী, কত মহাদেব ও কত বেকস দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, বছর বছর তার এক একখানি ডিরেক্টরী না কোরে, রাখলে, তজ্জমা কোরে বুঝোনো যায় না।

আজ রাত্রিতে বেহদ্দ তামাসা হয়ে যাচ্চে। ঝাঁক ঝাঁক সেলর এসে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের লম্পট কুকুরদের মত মেয়ে মানুষদের দরোজায় ঢু মাচ্চেন। দালালেরা তাঁহাদের বন্দোবস্ত কোরে মিশখাইয়ে দিচ্চে। সেই সকল দাঁড়ানো ঝাঁকেরই এই সকল খালাসী অতিথি! অনেক লাঠেনওয়ালাও ইহাদের দালাল! রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট ও নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের মোড়ে রাসবিহারের মৃত যুবরাজের গিরিশ বাবুর মঠ। রাজা ধানরেন্দ্র তাঁহারে

বিহারে নিয়ে চালান কোরেছিলেন, এখন সেখানে দাঁড়কা-কে বাসা বেঁধেছে। এই সকল দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। সহরের বাবু, যুবতী, ছুঁড়ী, বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও বেশ্যারা গঙ্গাস্নানে বেরুলেন। ময়দা পেষা, ঘানিগাছ ও স্কাভেঞ্জারের কোঁ কোঁ শব্দ আরম্ভ হলো। বারমুখো বাবুদল কাকেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘর মুখো হলেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে প্রভাতসূচক তোপধ্বনি সকল কলরব ভেদ কোরে নগরের অন্ধকার দূর কোরে দিলে। গঙ্গাজলের ভারী, ওড়া ও হাঁটা কাক. উড়ে বেহারা ও বেতো বুড়োরা স্বস্ব কর্ম্মে আটেগু দিতে চল্লো। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব কোণ থেকে উঁকী মারতে মারতে ছায়াপথের (*Milky-way.*) নিকটবর্ত্তী হলেন। নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ।

আজ প্রতিপদ। পূজার আর দিন নাই। কারিক-রেরা বামুনবাড়ীর পুরুতদের মত রঙের চেঙারি মাথায় কোরে এ বাড়ী ও বাড়ী ছুটোছুটী কোচ্চে। কুমোরটুলীর নগদা সরস্বতীরা বেধড়ক বিক্রী হয়ে মুটের মাথায় উঠ্‌চেন। কুমরেরা শেষকালে আর যোগাতে না পেরে, বাড়ুতী দোমেটে করা জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণের হাতী ও সিঙ্গী ভেঙে দুখানি হাত কেটে, ও ঘাড় বেঁকিয়ে শাদা কোরে স্থানপূর্ণ কোচ্চে। রাজপথ যেন সরস্বতীময় বোধ হোচ্চে! ডাকের সাজকর, মিঠাইকর, সোলার পদ্মফুল ও গাঁদাফুলের দোকানে আজ অসঙ্গত খোদ্দের। ফৌজদারী বালাখানার রেড্, হোয়াইট্, ব্লু, ও পর্পেল ঝাড় লাণ্ঠনেরা খাতায়

খাত্তায় ভাড়ায় বেরিয়েচে। বেকার বাবুরা মহা ব্যতিব্যস্ত। রাধা বাজারের সঙ্গে কমিসন দরে একট্রা বন্দোবস্ত করা হোচ্চে।

কোলকেত্তা সহরের সকলই সৃষ্টি ছাড়া। এখানে গৃহস্থ বাড়ীর চেয়ে বেশ্যাবাড়ীর সরস্বতী পূজোর সংখ্যা ও জাঁক জমক শতগুণে অধিক। অনেক বড় মানুষ নিজ বাড়ীতে বুট ও বীরখণ্ডী বরাদ্দ কোরে, মুদীর দোকানে বরাৎ দিয়ে, দু হাজারী তোড়া নিয়ে নূতন বাড়ীতে হাজির হোলেন! এখানকার বাবু, পূজো, ধর্ম্ম, ঠাকুর ও বেশ্যাদিগকে ধন্যবাদ!!

আর্কফলানিন্দিত চৈতনফক্কা ও বর্ণমালা নিন্দিত উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার প্রগ্র্যাম স্থির কর্ত্তে ব্যস্ত হোলেন। যাঁদের তিনপুরুষের মধ্যে টোলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই, আজ তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ হোয়ে গোবর ঝেঁটিয়ে খোলার ঘর ঝেড়ে টোল ফেঁদে বোস্‌লেন। মন্ত্র ও ঔরসজাত ছাত্র সংগ্রহ করা হলো। কেহ কেহ কোন বড় মানুষের আস্তাবল ঘিরে নিয়ে এক এক মেটে বীণাপাণি খাড়া কোরে দিলেন। বাছা বাছা বড় মানুষদের দরোজায় যাওয়া আশা হোতে লাগ্‌লো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কালিদাসের মেঘদূত রিফাইন করা অশুদ্ধ কুয়াতে নূতন বিয়ে করা কোনের দর্শনী দুধের মত উথ্‌লে উঠ্‌লো, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ হোতে লাগ্‌লো। গঙ্গা মৃত্তিকা ও রুদ্রাক্ষ মালারা প্রগ্র্যামের ভীষণ ভূমিকম্পে জড়

সড় হয়ে টোলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। সেখানে আস্তাবল ওয়ালাদের পেটে, নাকে, কাণে, হাতে, বুকে, কপালে ও কণ্ঠে উঠে আড়ষ্ট হয়ে রৈলো। কোঁচানো গরদ, চেলীর দোবজা, ধোয়া নয়ানসুকের যোড় ও নামাবলীরা দড়ীর আল্‌নায় রাধাকৃষ্ণের দোলের মত ঝুল্‌তে লাগ্‌লো। আজ আমাদের নবীন অধ্যাপক মহা বিগ্রহদের অভূতপূর্ব্ব চটক দেখে কে?

এদিকে বেশ্যালয়ে ছোট ছোট মেয়েদের তালিম দেওয়া আরম্ভ হলো। তবলা, মন্দিরে ও তানপূরা বাজ্‌তে লাগ্‌লো। কুমারীদের নাম ফিরিয়ে নাম রাখার এই এক সময়। জন্ম ভূমিতে যারা খুঁদী, চাঁপী, কুড়ুনী, সাগুরি ও ভূতী নামে বিখ্যাত ছিল, এখন তাদের নাম গোলাপ, টগর, কামিনী, আতর ও হেলেন্না। অনেকের টুকনী গ্রহণের বয়স হওয়াতে প্রতিনিধির দ্বারা ভার লাঘবের চেষ্টা হোচ্চে। সেই সকল প্রতিনিধির নাম কমল, কুমুদ, আদর, মোহিনী, কুসুম, সারদা, লক্ষ্মী ও টেবা! জয়মঙ্গলা ও উজ্জ্বলা প্রভৃতি দুগ্ধ বাইয়েরা ভেড়ুয়াদের সঙ্গে কুমারী গণকে নূতন নূতন গীত, সোণার বেণেদের মত ন্যাকা ন্যাকা কথা ও "সুচা, সুচা, নিস্তু নিচা" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক বাক্য অভ্যাস করাচ্চে। সহরে এখন পূর্ব্বের মত নামজাদা মেয়েমানুষ দুর্লভ হোয়ে পোড়েচে। আজ কাল সোণাগাজীর বিখ্যাত স্বর্ণবাই যা কিছু কোল্‌কেতার মান রেখেচেন।

ওদিকে বাবু ও পেসাদার যাত্রা, পাঁচালী, খেমটা, হাফআখড়াই ও ফুলআখড়াই দলের তালিম হোচ্চে। অনবরত তানপূরো, সারঙ্গ, বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ বাজচে। স্পিরিট, চরস ও গাঁজা অবিশ্রাম চোলচে। গায়কদের সাধা গলার সুস্বর চীৎকারে বাক্‌বাণী আর এ তিন দিনও অপেক্ষা কোর্ত্তে পাচ্চেন না! আজি যেন আসরে মূর্ত্তিমতী হন হন হয়েচেন!

হা! বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতশাস্ত্রের কি দুর্দ্দশা! এই মনোহর ও লোকপ্রীতিকর সঙ্গীতবিদ্যা যেন এদেশকে এক কালে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। পূর্ব্বে আকবর শাহবাদসাহের আমলে ও ইংরাজ অধিকারের সময়ে (২০। ২৫ বৎসর হলো) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কয়েক জন উত্তম কালোয়াত ও খেয়ালগায়ক এদেশে আগমন করেছিলেন। কোল্‌কেতার বাবুরা তাঁহাদের নাম জানেন, তথাপি নব্যদলের মনে কোরে দিবার নিমিত্ত কয়েকটী নাম বলা যাচ্চে। তানসেন, গোপাল নায়ক, বয়জু বাউরা, আমীর খোসরু, হস্‌সু খাঁ, দেলবর খাঁ, শা-সাহেব, (বহুরূপা) দক্ষ্ণী বাই, বড়মিয়া, ছোটমিয়া, (রহিম বক্স) নেক্কী বাই, বৃন্দাবন দাস, ফিরোজ খাঁ (রবাবী) প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। চুঁচুড়া নিবাসী বাবু রামচন্দ্রশীল, বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায়, মৃত বাবু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হাটখোলার বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ভবানীপুরের বাবু ভোলানাথ চৌধুরী, শ্রীরামপুরের বাবু রামদাস

গোস্বামী, বঁড়িশার বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কালোয়াতদিগের কাছে উত্তমরূপ গীত শিক্ষা করেছিলেন। ইহঁাদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা এবং এস্‌সাদৌলা, জামীর খাঁ, রসুল বক্‌স, হায়দর বক্‌স, মুরাদআলী খাঁ, রমাপতি বাবু ও বিষ্ণু বাবু প্রভৃতি আজো, বাঙ্গালাদেশে সঙ্গীতবিদ্যার মান রেখেছেন। তাঁরা যদি একএক মায়াজালে জড়িয়ে বেহাতী না হতেন, ক্রমে এই বিদ্যার উন্নতি দেখা যেতো। বিশেষতঃ রমাপতি বাবু ব্যতিরেকে তাঁহাদের কাহারো এমন যত্ন দেখা যায় না যে, সেই সকল হিন্দী সুর ও রাগ বজায় রেখে ভাল ভাল বাঙ্গালা গীত প্রস্তুত কোরে লন। কবিতাওয়ালা রাম বসু, হরু ঠাকুর, ঠাকরুণবিষয়গায়ক রামপ্রসাদ সেন, টপ্পাওয়ালা নিধু ও শ্রীধর বাবু এক কাল এবিষয়ে প্রশংসা লাভ করে গ্যাছেন। পক্ষী ও ধীরাজ উপস্থিত গায়ক। আলী রেজা, হোসেন রেজা, গোলাম রেজা, সা-ইমাম বক্‌স উত্তম সেতারবাদক ছিলেন। বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষ, বাবু আশুতোষ দেব, (ছাতু বাবু) বাবু রাজনারায়ণ বশাক, সিঙুরের শ্রীনাথ বাবু, (নবাব বাবু) বাবু শিবচন্দ্র পাল, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু নবীনচন্দ্র গোস্বামী উহাঁদের সাকরেদ। লালা কেবল কিষণ, পীরবক্‌স, ও গোলাম আব্বাস উত্তম মৃদঙ্গ বাজাতেন। মৃত বাবু শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী, বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র, বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু পঞ্চানন মিত্র তাঁহাদের

কাছেই মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। এখন অনেক বড় মানুষের গাওনা বাজনার সক আছে, কিন্তু হিন্দী গীতের আর তাদৃশ গৌরব নাই। বাঙ্গালাদেশে বিজাতীয় ভাষার কেনই যথেষ্ট আদর থাক্‌বে? তথাচ হিন্দীর আধিপত্য বড়। নীলামের ডিণ্ডিম প্রচারকের ন্যায় যারা তবলায় হাত ফেল্‌তে শিখেচে, তারাও মাথা নেড়ে হিন্দীর তান ভাঁজে। যারা পাড়ায় পাড়ায় চামর মন্দিরে নেড়ে মনসা, মাণিক-পীর ও বিবি ওলা ঝোলার গীত গেয়ে বেড়ায়, তারা এবং পথভিকারীরাও হিন্দী গেয়ে বাহাদুরী নিয়ে যাচ্চে। দূতীসম্বাদ ও রামযাত্রার সঙ, সখী ও নকিবেরা হিন্দী গায়! একেত সেই সেকেলে পেট উঁচু যশোদা, লম্বা লম্বা দূতী, খেড়ে বাসদেব, ন্যাকড়ার খোঁপা বাঁধা পৌনে ৪ হাত কয়াধু, মুখোস পরা পাট জড়ানো হনূমান, খড়ি মাথা কালুয়া ভুলুয়া ও ঝাপ্টা কাটা সাঁক্তির দুল কাণে ম্যাথরাণীর মুখে:—

"নারদ আর কি কৃষ্ণধনে পাবো।"
"কোথা যাবে শ্যামচাঁদ, দাসখৎ এনেছি বেঁধে।"
"একবার বাঁকা হয়ে দাঁড়াও শ্রীহরি।"
"প্রহ্লাদ রে কি নাম শুনালি আবার বল।"
"জানকী হারায়ে রঘুমণি হে।"
"বাবু কাঁহে বোলাওয়ে আপ্‌নে।"
"ল্যাড়্‌কা মাগে মাল্‌পো রুটী, চেড়ী উড়ী —"

এইরূপ ত্রিভঙ্গ গীত, এবং তবে বলো, তবে শোনো, এখন একে ত ভালই লাগে না, তার উপর আবার পঞ্চ

গব্য হিন্দী বোল উপসর্গ। উনবিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতা নয়। সঙ্গীত ও ব্যায়াম এককালে উঠে গ্যাছে দেখে, অনেকে আক্ষেপ কোরে থাকেন, রাজা যখন যে বিষয়ের উৎসাহ দেন, তখন সেই বিষয়ের জয় জয়কার হয়! সঙ্গীতে রাজার উৎসাহ আশা করা সাহারাতে জল সেচনের তুল্য। তাঁদের নিজের গীত বাদ্য এক প্রকার দিল্লীকা লাড্ডু (৪) হোয়েচে। এদেশের লোক নিজে কিছু কোরবেন, তার আঁচড়েই পরিচয় আছে। কেউ একটু মনে মনে বড় লোক হোলে, সকের যাত্রা, সকের পাঁচালী, হাফ্ আখড়াই, ও গুলীর আড্ডা কোরে জাঁকিয়ে বসেন। কিছুদিন গোপে মদের ভাঁটি বোস্‌বে। এখানে এখন কেবল শূন্যগর্ভ, আড়ম্বরপূর্ণ, বৃথা বাক্য ব্যয় ঘোরতর আত্মাভিমান, অদ্ভুত উপহাসরসিকতা ও অসম্ভব লম্পটতাই বিদ্যমান রয়েচে। তারাই আমাদের "ইণ্ডিয়ান হিতৈষিণী" সভার অফিসিয়েটিও সভাপতি ও অর্ডিনারী সভ্য। ছেলেবেলা ইতিহাসে দেখা গ্যাছে, পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক এক পরিবার এমনি সৌখীন দুলাল ছিলেন, তাঁরা যখন যে নগরে পদার্পণ কর্ত্তেন, সে নগরের সমুদায় দেবীমন্দির দর্শন না কোরে

(৪) যাঁহারা ইংরেজদের থিয়েটারে (নাট্যশালার) সায়েব বিবির তামাসা দেখেচেন, তাঁহারা পস্তেচেন, আর যাঁরা না দেখেচেন, তাঁরাও পস্তাচ্চেন। এ দিনে কেবল শুঁড়ী হয়ে জন্মান ভাল অসম্ভব উৎসাহ পাওয়া যায়।

প্রত্যাবৃত্ত হোচ্চেন না। আজো দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব্বদেশ মুরশিদাবাদের পেছু পেছু যাচ্চেন; কিন্তু কোল্‌কেতা সহর সকলের টেক্কা। এখানকার অনেক জহুরী রমণী মণি-মন্দিরের মরকত শিলায় উপবেশন কোরে চুলের দড়ী, টীপ ও এদিক ওদিক নানাবিধ কৌশল শিখ্‌চেন! অথচ আমাদের মুখ ফুটে পবলিক্‌ ক্লবে মাথা নাড়া সুরে বাঁকা চোরা তালে এইরূপ বক্তৃতা হয়ে থাকে :—

ইয়ং বেঙ্গলী স্পিচ্‌।

এই অসীম—এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, এই অখণ্ড মণ্ডলাকারা জগৎ, আমাদের পরীক্ষা-ক্ষেত্র, মঙ্গলময়, চিন্ময়, বিশ্বপতি, সর্ব্বসার, সর্ব্বশক্তিমান বিভু আমাদিগকে রিওয়ার্ড দেন নাই। (ক্ল্যাপ্‌!) আমাদের উচিত আছে, তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছা সকল, মঙ্গল নিয়ম সকল এবং মঙ্গল আজ্ঞা সকল পালন ও তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ বস্তু সকল উপভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ট্রাইয়েল দিই, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। (অ্যাপ্লজ!)।

রিফর্ম্মেসনের দিন আগত। সুপারিষ্টেসনের আসন্ন দশা উপস্থিত! আইডলেটরির ডেথ্‌বেড্‌ প্রস্তুত! সত্য জ্যোতিঃ, সত্য ধর্ম্ম, সত্য দীপ্তি সকল এখন জানানা মধ্যে, নগরী মধ্যে, অট্টালিকা মধ্যে, প্রাসাদ শিখরে, জঙ্গল মধ্যে, গিরি গহ্বরে, অন্তরীপকেন্দ্রে, সমুদ্র বিবরে প্রকাশ পাইতেছে! ইত্যাদি (হিপ্‌ হিপ্‌—হুরে ব্রাভো!)

ওঁ তৎ সৎ।

ওদিকে তালিম, তামিল ও মওলা দিতেই দুদিন কেটে গ্যালো। রাস্তার ধারের পোড়ো বাড়ীতে ঝাঁকড়া চুলো যাত্রাওয়ালাদের মওলার "হ্যায় হ্যায়" শব্দ থাম্‌লো। আজ বুধবার। হাট বাজার আরম্ভ হলো। বেলোয়ারি চুড়ী, মেটে ও চীনের সিঁদুর, মিসি, এক্‌সচেঞ্জগেজেট ও বাঙলা খবরের কাগজ মোড়া মাথাঘষারা এ্যাকুডক্টের উপর তক্তার গায় ঝুলে, ও চৌকী চোড়ে, রাস্তা পানে চেয়ে, হাস্‌তে লাগ্‌লো। ফেরীওয়ালারা আজ বেগুনে বস্ত্র, ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া চুড়ো ও চিত্র করা বাড়ী নিয়ে, বাড়ী বাড়ী ঘুর্চ্চে। আবীর, আম্রমুকুল, অভ্র ও যবের শীষেরা তাহাদের হাঁড়ীর ভিতর থেকে উঁকী মারচে।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর। দিনমণি যেন এক স্থানে থেকে, জগতের সমুদায় শোভা সন্দর্শন কোর্বেন মনে করেই, নভোমণ্ডলের মধ্যভাগ থেকে রশ্মিমালা রূপ কটাক্ষ নিক্ষেপ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। বাড়ী বাড়ী প্রতিমে সাজানো আরম্ভ হয়েচে। এক বাড়ীর বিবির আগে উজ্জুগ হয় নাই, দিন গ্যালো দেখে তিনি তাঁহার বাবুর গলায় অভিমানে গামছা দিয়েছেন। বাবু তাঁর পিতামহীর সিঁদুক ভেঙে দুছড়া চাঁদী কাটা পৈঁছে ও একটা সিঁদুর চুপড়ী চুরি কোরে তাড়াতাড়ী মাটীর কাজ আরম্ভ করে দিলেন। পটোরা একেবারে খড়, মাটী, মুণ্ড, মাজনখড়ী ভাণ্ডাবেল, হাঁসের ডিম ও রং নিয়ে নায়েকবাড়ী উপস্থিত হয়েচে। ঢুলীরা ঢোল, কাঁশী ও সানাই কলাচ্চে। আচার্য্যি ও মালীরা

গাঁদাফুল, বিল্বপত্র, সোলার পদ্ম ও দূর্ব্বো সংগ্রহের ধূমে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্চে। মিটাইওয়ালা ব্রাহ্মণ, ময়দাওয়ালা খোট্টা, ফুলুরী ও চেণাচুরওয়ালা মুসলমান, সন্দেশ ও বীরখণ্ডীওয়ালা ময়রা, দধি ও মদ্যওয়ালা গোয়ালা ও শুঁড়ীদের এক দণ্ড নিশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ নাই। বাবুর বাড়ীর দরোয়ান, খানসামা ও আরদালীরা নূতন নূতন পোষাক, তক্‌মা ও উর্দ্দী পোরে এবাড়ী ওবাড়ী কচ্চে। মোসাহেব ও উমেদারেরা আজ নিমেষ মাত্র বাবুর কাছ-ছাড়া হচ্চে না। ইংরাজী স্কুলের আউট্ ষ্টুডেণ্ট জ্যাটারা সে দিন ক্রিষ্টমাস্ ও বিলিতী নব বৎসর উপলক্ষে অনেক প্রকার আমোদ কোরে উৎরে উঠেচেন, সুতরাং তাঁদের আর বড় একটা আড়ম্বর দেখা যাচ্চে না! তথাপি কতক-গুলির ভিতরে ভিতরে বাগান, বিবি ও শুঁড়ীর সঙ্গে ক্রেডিটে বন্দোবস্ত হোয়ে রোয়েচে!

এক জন ব্রাহ্ম মাটীর সরস্বতীর চুড়োর উপর "ওঁ তৎ সৎ" লিখে পৌত্তলিকদের ঢাক ঢোলের পরিবর্ত্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু দণ্ড আয়েস কোর্ব্বেন স্থির কোরেচেন। তিনি এজন্য দোষী হোতে পারেন না। যখন ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্মজাত কর্ম্ম, ব্রাহ্ম সূতিকা পুজো ও ব্রাহ্ম উপনয়ন প্রভৃতি চোল্‌চে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতী পূজো ও দুর্গোৎসব না হোতে পারে কেন? হতভাগ্য দুর্গা ও সরস্বতীরা তবে কি অপরাধ কোরেচেন! গল্পে আছে, এক ব্যক্তি উপদেশ

দিয়েছিলেন, যাঁর ইচ্ছা হয়, তিনি পৌত্তলিকেরা যেরূপ করেন, সেরূপ না কোরে, অন্যের বাড়ীতে কিছু কিছু দিয়ে তাহার নামে সংকল্প কল্লেই দোষ ক্ষালন হতে পার্ব্বে। লোকে পেড়াপীড়ি কল্লে "আমি কার নাই, ঠাকুরমা করেছিল" এই কথা বোলে সেরে নেবারও পথ থাকবে। গল্পে যাই থাক, কিন্তু নাই বা পথ থাক্‌লো, ১২৭০ সালে এই যে একদল মফস্বলে ব্রাহ্ম বারোয়ারি পূজোতে মেতে উঠ্‌লেন, তাঁদের রিফরমেসন স্কুলের সর্দ্দার পোড়ো আপনার বাসা বাড়ীতে কাদের বাসা দিলেন, কৈ তাঁদের কি হয়েচে? আজো কি তাঁরা (ব্রাহ্ম বোলে লোক সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন ছেলেদের খ্যাল্‌বার লাটিম ও দুর্গবাড়ীর লাড়ু মুড়কীর দলে গণ্য হোয়ে পোড়েছেন!

লোকের উৎসাহ ও রৈ রৈ কার আমোদের পরাকাষ্ঠা দেখে দিনকর যেন কাতর মনে রক্ত মেখেই অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ সরস্বতীরে ধূমলবর্ণ বস্ত্র পরিধান কোত্তে দেখে ঈর্ষ্যাভরে নীলবসনে অবগুণ্ঠিতা হোয়ে পৃথিবীরে আলিঙ্গন কোল্লে। লোকের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হোলে অবিলম্বেই পতন হয়, এই কথা সপ্রমাণ কর্ব্বার নিমিত্তই যেন, চন্দ্রমা নভোমণ্ডল থেকে কর বিস্তার কোরে অভিমানিনী সন্ধ্যার বস্ত্র হরণ কোল্লেন। ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হোয়ে গ্যাল। সরোবরের কুমুদিনীরা বারাণ্ডার সপত্নীদের গর্ব্ব দেখে ক্রোধে বায়ুভরে হেল্‌তে দুল্‌তে

লাগ্‌লেন। ক্রমে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্ম সমাজের দরোজায় ব্রাহ্ম ও দর্শকদের গাড়ীর আমদানী হোতে লাগ্‌লো। বাদ্য যন্ত্র ও উপাসনার সামগ্রী উপস্থিত হলো। গ্যাস জ্বেলে দিয়ে "জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ, বক্তৃতা পাঠ ও পাখোয়াজ বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত আরম্ভ করা হলো।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী কেদার। তাল তিওট।

"মনোরে আমার! একি ভ্রান্তি তোমার ॥
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার॥
শিশির বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাবো এক বার॥
দিবাকর, নিশাকর, লোয়ে যাঁর ভাস।
দিবানিশি, করে করে, তিমির বিনাশ॥
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ্য,
রাশি, রাশি, রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ রহ করিয়া সখ্য
বার বার ভ্রমে বার॥
অনিত্য বিষয়ে কেন, ভ্রমো, ভ্রম আশে?
ভজ নিত্য, নিত্য বিত্ত, চিত্ত তীর্থ বাসে॥
হৃদয়-নিলয়ে, পরম রতন,
সে ধনে তুমি হে না করো যতন,
বৃথায় করিছ শরীর পতন,
অসার ভাবিয় সার!" ১

রাগিণী দেশ। তাল আড়া।

" অজ্ঞানো তিমিরো বলো, কোথা রবে আর ?
সুখদ সরল শশী, স্বভাবে সঞ্চার ॥
ঘুচাও বিপক্ষ ভয়, করো রিপু পরাজয়,
আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার ॥
শশি-শোভা আচ্ছাদন, যদি করে নবঘন,
নাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকার,
মেঘান্তে যামিনী-কর, হন পুন, শোভাকর,
মনোহর মৃগধর, সুধার আধার ॥
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
মহামোহ মেঘ তম, করহ সংহার ॥
পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
প্রবোধ-পীযুষ পতি প্রভাবে প্রচার ॥ „ ২

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

" তোমার ভোগের নহে, এভব বিভব !
ভাবের ভবন-ভব, স্বভাবে সম্ভব॥
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব ॥
ধরিহে চরণ তব, মন রে প্রসন্ন ভব !
কাম আদি মনোভব, করো পরাভব ॥ „ ৩

দুজন বিক্রমপুরী বাবু আজ নূতন কোল্‌কেতা দেখ্‌তে এসেছিলেন। মেছোবাজারের শোভা দর্শনই তাঁহাদের

প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য! মস্ত একটা তেতালা বাড়ীতে আলো জ্বোল্‌চে ও গানবাজনা হোচ্চে দেখে, গড়্ গড়্ শব্দে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্ম যাচ্চেন মনে কোরে প্রহরীরা বারণ কোল্লে না। তাঁরা সমাজ ঘরে ঢুকেই হতাশ হলেন! একজন বোল্লেন " এহানে তা নয়, আমরা যাহার লাগ্যে আইচি।,, দ্বিতীয় বাবু " অয় বাগ্য!,, বোলেই নেমে গ্যালেন। পূর্ব্বদেশে এইরূপ অনেকগুলি পেট উচুঁ গুরিয়া পুতুল আছেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কয়েকজন ভদ্রলোক উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখে উত্তম উত্তম রাজকার্য্যে (বিচারকের পদ প্রভৃতিতে) নিযুক্ত হোয়েচেন। অধিকাংশ পাটোয়ারীগিরি অভ্যাস কোরে আদালতের আমলাগিরি প্রায় একচেটে কোরেচেন। যা হোক, পূর্ব্ব অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা আজ কাল অপেক্ষাকৃত সভ্যতম স্থান হোয়ে উঠ্‌চে।

ওদিকে বাঙাল দুটী নেমে গেলে পর, হারমোনিয়ম থাম্‌লো, পাখোয়াজের চাটী এবং ওঁ তৎসতের সঙ্গে সমাজ ভঙ্গ হলো। অকপট ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বস্ব গৃহে প্রতিগমন কোল্লেন। ছদ্মবেশী তপস্বীরা সরস্বতীপূজোর ঝাঁকে গিয়ে মিশ্‌লেন। এতক্ষণের পর পালের চটক বেরুলো। উড়ে বেহারাদের কল্যাণে অনেক এম্‌টী হাউস্ আরমাণি, য়িহুদী ও ইংরেজী বিবিতে পরিপূর্ণ হোয়ে গ্যাল! এই সকল খালিবাড়ী বিলিতী সতীত্বের কষ্টিপাথর, ও বদ্‌মায়েসীর প্রধান আখ্‌ড়া।

বুধবার এইরূপে বিদায় হোলেন। আজ বৃহস্পতি-বার। চতুর্থী। পূজোর পূর্ব্ব দিনটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যায়। আসর সাজানো, দেবীঘট, নারকেলের মুচি ও আম্রশাখা সংগ্রহ কোর্ত্তেই দিন শেষ হলো। রাত্রিতেও অনেক কাজ গুছিয়ে রাখা হলো। অনেকের নিদ্রাই হলো না। রেজিমেণ্টের মত ফুলবাবুর ঝাঁক গড়া গড়া শুয়ে পোড়্‌লেন; কিন্তু শয়ন কোর্ত্তে কোর্ত্তেই শৃগাল, কাক, ও কুক্কুট ডেকে উঠ্‌লো। তোপের গুমুস্‌ ও স-করতালি "বোমকালী" ইত্যাদি শব্দ শুনা গেল। উড়ুকু কাক, জলের ভারী, গঙ্গাস্নানের যাত্রী, বেতোবুড়ো ও স্কাভেঞ্জ-রের গাড়ী চতুর্দ্দিকে বেরুলো। ডাক্তরেরা প্র্যাক্‌টিসে বেরুলেন। বাড়ীং ঢাক ঢোল ও রোসনচৌকী বেজে উঠ্‌-লো। বেশ্যালয়ের সকলে শয্যাত্যাগ কোরে গাত্রোত্থান কোল্লেন। একটী কামিনী হাই তুলে আলস্য ত্যজে, দেখ্‌-লেন, তিনি তাঁহার দোলন নথের বিলিতী মুক্তোর নোলক-কটী ভক্ষণ কোরে ফেলেচেন। যাঃ!!

আজ শুক্রবার। শ্রীপঞ্চমী। পাঠকগণ মনে করুন, আশ্বিন মাসের শারদীয় পঞ্চমীর মত এ পঞ্চমীর তত মাহাত্ম্য নাই, তথাপি সহরে আমোদের স্রোত খোর্চ্চে না। পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেরা সকাল সকাল কাপড় ছেড়ে, কেউ নেয়ে, দোত, কলম ও দপ্তর ধুয়ে আঁবের বোল, যবের শীষ মুখে দিয়ে, সাজিয়ে দিচ্চে। কুলখাবার আহ্লাদে চন্দনের টীপ্‌ কোরে, পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত

ভট্ চায্যিদের উমেদারী কোচ্চে। ইংরাজী স্কুলের পিতামহ স্কলারেরা তাদের " অর্থোডক্স, হিপোক্রিট " বোলে উপহাস কচ্চেন। তারা তাতে ভ্রূক্ষেপও কোচ্চে না। সংস্কার আছে, সরস্বতী না পেলে বালকেরা যদি কুল খায়, বিদ্যার অশুভদৃষ্টি পড়ে। ক্রমে বেলা হোয়ে পোড়লো। " আলু পটোল উচ্ছে, চাই ভালো ঘোল, কাপড়া ওয়ালা আয়া মেম সাব, ছানা মুরগী চাই ,, প্রভৃতি ফেরীস্বর কর্ণমধ্যে প্রবেশ কোর্ত্তে লাগলো। পরামাণিক, শিপ্‌সরকার, রেল-ওয়ে ও কোন কোন সদাগরের বাড়ীর কেরাণী পাকড়ী বেঁধে বেরিয়েচে। ইহাদের কোন পার্ব্বণেই প্রায় অবকাশ নাই। দালালেরা এক কাণে কলম, আর এক কাণে পেন্সিল গুঁজে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেচেন। রাজপথ পাকড়ী, সেলর, রুল কাঁধে কালো পুতুল, কোম্পানির কাগজের বেগুার, ঘোড়া ও গরুড়গাড়ী, নেড়ে, হকার, কুকুর ও জুয়াচোরে পূরে গ্যাছে।

ও দিকে পূজো আরম্ভ হোয়ে গ্যাল! ধূপ, দীপ, ঘণ্টা, ও ঢাক ঢোলের গন্ধে ও শব্দে চারদিক মাতিয়ে তুল্লে। বারাঙ্গনাপল্লীর কথাই এক স্বতন্ত্র। সেখানে সহরের রকমারি আমোদের ও আমোদপ্রিয় দলের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েচে। হিন্দুধর্ম্ম যেন ইয়ংবেঙ্গলদের ভয়ে, ধূনো, শাঁক, গঙ্গাজল ও পবিত্রতায় আচ্ছাদিত হোয়ে ঐ সকল কুঞ্জে লুকিয়ে রোয়েচেন! পালে পালে মেষপালের ন্যায় বাবুর পাল অনবরত ঘূর্চ্চেন। এক একটা বুলডগ্ তাঁহা-

দের আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্চেন। ইহাঁরা বলেন, আমরা সকের খাতায় বৰ্দ্ধমানের মহাতাপচাঁদ ও কোল্‌কেতার জয়মিত্র অপেক্ষাও সরেস্। কিন্তু যে দিন জয়কৃষ্ণ খালাস হন, সে দিন অনেকের নিষ্কটক বাবু গিরির ভূমিকম্প হয়েছিল। এ দেশের জাতিভেদ ও সমাজবন্ধনকে ধন্যবাদ। আজ অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ নিয়ে, তিলক কেটে, গামছা নিয়ে বেশ্যাদের দ্বারে দ্বারে আতপ চাল, বীরখণ্ডী ও ছোলা সংগ্রহ কোরে বেড়াচ্চেন। ইহাঁদের অনেকে ন্যায়লঙ্কার, শিরোমণি ও বাচস্পতি। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর পণ্ডিতই সমাজের অধ্যাপক; কবিরাজ ও মোক্তার। অধ্যাপকেরা না লাগেন এমন কৰ্ম্মই নাই। এক বছর একজন পাড়াগেঁয়ে মুচ্ছুদ্দীর বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় এই ধাতুর এক পুরুত ছিলেন। মনে করুন, আমরা প্লাটিনা ধাতুর নাম কচ্চি। পুরুত ঠাকুর আর এক বাড়ীর পুজোয় অষ্টমীর দিন চুণকালী মেখে রামযাত্রার ভিস্তি সেজেছেন। সন্ধিপূজোর সময় তিনি নুপূর পায়ে, মুষক ঘাড়ে, তালে তালে নৃত্য কোর্চ্চেন, এমন সময় সন্ধিপূজোর ঢাক বাজ্‌লো। ওদিকে মুচ্ছুদ্দীর বাড়ীর পুরুতকে পাওয়া যাচ্চে না। বলিদানের সময় বোয়ে যায়। খাঁড়া হাতে কামার ও সরা হাতে খান্‌সামারা পথে ঘাটে ও জঙ্গলে, পুরুত খুঁজে বেড়াচ্চে। এদিকে পুরুতের চট্‌কা ভাঙলো। তিনি মুষক ফেলে পুকুরে ডুবে রঙ ধুয়ে, তাড়াতাড়ী পঞ্চগুঁড়ীর আ-

সনে গিয়ে বোসে পোড়্লেন। পাছার ভিজে কাপড়ে আসনের ফটোগ্রাফ উঠ্লো। তখন লজ্জা পেয়ে ভেড়ের আসনে বোসে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠে নাক ধোরে ন্যাস আরম্ভ কোল্লেন। আমাদের মত কামার হোলে সেই সময়েই ভিস্তির খোলোস বদ্লানো পুরোহিতের সিঙে সিঁদূর মাখিয়ে মার খর্পরে ধোরে দিতে পার্তো। মুচ্ছুদ্দীর কপাল ক্রমে পূরো নবমীতে একটা চারপেয়ে ছাগল এনে দুপেয়ে ছাগলের মন্ত্রে উৎসর্গ কোরে কোপ কোর্ত্তে হলো। এদেশের পুরুতদের জীবনচরিত খুঁজে দেখ্লে, অনেক ভিস্তি, ভুলুয়া ও বিভীষণ পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে সরস্বতীপূজো হোয়ে গ্যালো। ঢাক ঢোল বেজে উঠ্লো। ছেলেরা নৈবিদ্দীর ধারে দাঁড়িয়ে সচন্দন ফুল বিল্পত্র নিয়ে "সরস্বতৈ নমো নিত্যং" বোলে অঞ্জলি দিলে। ফুল কাণে গুঁজে বীরখণ্ডী ও কুল খেলে। সূর্য্যদেব মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে একটু গোড়িয়ে পোড়্লেন। পরামাণিক ও রিপুর কর্ম্ম শেষ পাক ঘুরে ফিরে গ্যাল। গুড়ুম্ কোরে একটার তোপ পোড়্লো। পথে কোর মাখানো কাপড়পরা ছোঁড়া এবং আধখানা বুকখোলা ফাঁকরা ছুঁড়ীগুলো, গাড়ীর ভিড় ঠেলে এবাড়ী ও বাড়ী ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে। যাত্রাওয়ালার মুটেরা ভারে কোরে মুখোস, ঢোলক ও বাঁকারীর হাতী নিয়ে ছুটে যাচ্চে। বওয়াটে মিন্সেগুলো হো হো শব্দে তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্চে। ক্রমে দুটো, তিনটে, চারটে ও পাঁচ টা বেজে

গ্যালো ; সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। রাস্তার গ্যাসের লাঠন মাথায় খুঁটীরা মৈ কাঁধে মুটেদের হাত ধোরে মহানগরী-কে মণিহার উপহার দিতে লাগলো। গলির ভিতরের তেলের আলোরা জোনাক্ পোকাদের স্পর্দ্ধা কোরে মিড়্ মিড়্ কোরে জ্বোলে উঠ্লো। দেবীশালার আসরের ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো। চারদিকে বাঁধা রোশনাইয়ের খোল্তা দেখে,কুমুদিনীনাথ যেন, অভিমানে শরীরের দুভাগ ঢেকে তৃতীয়াংশ বিকাশ কোল্লেন। প্রতিমে দর্শনের সময় উপ-স্থিত হলো। আরুতী হয়ে গ্যাছে, বাজনা বাদ্দি চুপ কোরেচে। এমন সময় বাবুদের কোচ্ম্যানেরা কপিধ্বজ জুড়ে আন্লে। বাবুরা সসৌন্দর্য্য তাহাতে আরোহণ কো-ল্লেন। তকমাপরা আরদালীরা শ্বেতচামর কাঁধে ঝুলিয়ে পেছোনে উঠলো। দু একজন কেনা রাজার আসাসোঁটা বরদারেরা কোচ্বাক্সে বোস্লো। লোকের ভিড়, গাড়ীর শব্দ ও সইসের “সাম্নেওয়ালা, সরুড় ওয়ালা” চীৎ-কারে রাস্তা দুর্গম কোরে তুল্লে। ইতিমধ্যে একজন মো-সায়েব ছেঁড়া উড়ুনীর পাক্ড়ীবাঁধাশুদ্ধ তড়াক কোরে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়ে, দেড় পয়সার পানের দোনা কিনে নিয়ে গেলেন।

দর্শকেরা এইরূপ রাজবেশে দশবাড়ীর ঠাকুর দেখে আমোদ কোরে বেড়াতে লাগ্লেম। এক এক বাড়ীর বড় কর্ত্তা প্রতিমের সম্মুখে অনন্তর ছল কোরে দর্শকদের আলিঙ্গন দিয়ে তুল্লেন। আদরের সামগ্রী যেরূপে গ্রহণ

কোর্ত্তে হয়, কোল্‌কেতার বাবুরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। আতরদান্‌ গোলাপপাস্‌ হস্তে এক একজন লম্বোদর প্রায় সকল বাড়ীর প্রতিমের সমুখে হাজির আছেন। তাঁরা নিমন্ত্রিতাগণের মুখে, চোকে, বুকে গোলাপ বৃষ্টি কোচ্চেন, আর আড়ে আড়ে হাশ্চেন!

সহরে এখন আহার ব্যবহারের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েচে। কেবল দু একজন খাঁটী হিন্দুর বাটীতে কতক কতক পূর্ব্বভাব দর্শন করা গিয়া থাকে। কমলা এখন ইয়ঙ বেঙ্গলদের ভয়ে যে সকল শ্রীবৃন্দাবনের নির্জ্জন গুহার আশ্রয় নিয়েছেন, যে সকল স্থানে এখন ধূনোর ধোঁয়া, শাঁকের শব্দ, গঙ্গাজলের ছড়া ও বাহ্য পরিপাটীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী বাঁধা আছেন, সেখানেও কতকাংশে ফলারভক্তদলের লোলরসনা পরিতৃপ্ত হয়। নচেৎ গুপ্ত হিন্দুদের মাথালো মাথালো বাড়ীতে ব্রাহ্মণেরা খৈ দৈ খেয়ে দু পয়সা দক্ষিণে পেয়ে বিদায় হন। ৪ ইঞ্চ ভাগের দু অংশী দাড়ীশুদ্ধ হয়গকোম্পানির ম্যানেজার সাহেব, পৌনে দু হাত দাড়ী ও কাবুলী তাজ শুদ্ধ ইন্টারলোপার মৌলবী সাহেব, মঙ্কীক্যাপ ও মোগলী পাগশুদ্ধ জম্‌ফলারে বাবুজী সাহেব, গড়্‌গোড়ে গাড়ীতে গাড়ী বারাণ্ডায় খাড়া হবা মাত্র, উপর ঘরের খাস চেম্বারে পাকা পাকা খানার কুরুক্ষেত্র হোয়ে যায়। মটঙ্কপেরা লজ্জা পেয়ে চারপেয়ের গায়ের পরিবর্ত্তে দুপেয়ের উদরভূষণ হয়; এও বরং ভাল। কিন্তু অনেক স্থলে আবার গবর্ণর জেনেরলের

দরবারের মত গোলাপী খিলির সোনা দক্ষিণা ও প্রণামী আদান প্রদান আরম্ভ হোয়েছে। স্থান বিশেষের উদর সর্ব্বস্ব নাটককার কলারে প্রোফেসরেরা ঐ সকল স্থানে বঞ্চিত হোয়ে ফিরে আসেন। অনেক বাবু আপনারাই আপনাদের জঠরজ্বালায় জগৎ ভস্ম করেন। একটী গল্প আমাদের জঠরপরায়ণ কুম্ভকর্ণের জীবনচরিত উজ্জল কোরে রয়েছে। সেই গল্পের নায়ক উদরায়ণ বাহাদুর উত্তম আহার কোর্ত্তে পার্ত্তেন। এক দিন তাঁহার গো-পাল চাকর একঝুড়ী খড় কেটে গরুর জাব দিতে যাচ্ছিল, বাবু দেখ্‌তে পেয়ে হজুরী সুরে জিজ্ঞেস কোল্লেন, "কি হ্যাঁ, রামহরি ?" চাকর উত্তর কোল্লে "আজ্ঞা, বিচিলী কর্ত্তা !" আমাদের উদরায়ণ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হাস্য মুখে বোল্লেন, হাঃ হাঃ হাঃ ! দে যা না ভাই চাট্টী খাই ! রামহরি আমাদের বাবুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আজ্ঞা মাত্র সমুখে ঝুড়ী ধোল্লে, বাবু মুটো মুটো কোরে ঝুড়ীটী নিঝাড়ী কোল্লেন ! এই তঃ ! !

এক এক বাড়ীতে নিঝ্‌ঝুম গোছের পাঁচালী, এক বাড়ীতে উমেশ মিত্তের (গোপালে উড়ের) যাত্রা, এবং অনেক বাড়ীতে হাফআখ্‌ড়াই আরম্ভ হয়েচে। কেবল এক এক জন খাস্‌ হিঁদুর বাড়ীতে কবি নেমেচে। কোন কোন বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নি পাত্র টেনে আপনারাই আসর (৫)

(৫) সহরে যাত্রা কাবর সময় যে রকম সমারোহ হোয়ে থাকে, তদ্বিষয় প্রথম ভাগ হুতোম প্যাঁচার নক্‌সার বারোয়ারি পূজা গর্ভাঙ্কে দেখ।

রেখেচেন। এক বাবু তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে জড়িত জিহ্বায় নিম্নলিখিত গানটী ধোরেচেন ঃ—

তাল আড়াঠেকা।

" দিবানিশি তোরো লাগি, ঝোরে আমার দুনয়ান।
পরেরি মন্ত্রণা শুনে পাষাণে বেঁধেছো প্রাণ॥
আগে প্রাণ দিলে কি ভেবে,
এখন বুঝি কেড়ে লবে,
দত্তাহারী লোকে কবে,
তাতে কি বাড়িবে মান? ,,

বিবি তব্‌লা বাজাচ্চেন। বাবু নানা প্রকার সুরে "ক্যান্‌লো এমন ছলি প্রাণ প্রিয়সী সই?" "অনুগত আশ্রিত তোমার।" "কড়ির লোভে কারুর কাছে যেও না দুখিনীর বাছা।" "একি ভাব দেখি, বিধুমুখী কথা কও বিধুবদন তুলে।" প্রভৃতি গীত গাচ্চেন, আর ঘূরে২ নাচ্চেন। দুরে—"বেল ফুল,—চাই বরোফ!" ফেরীওয়ালা ডাক্‌চে। এমনসময় দক্ষিণদিক থেকে পাঁচজন মাতাল বাবু এসে "মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ" বোলেই দোর ঠেল্লেন। বাবু অমনি বাড়ীর ভিতর থেকে কালোয়াতী আওয়াজে "কে এলি শঙ্করী এলি উমা এলি মা!' এই গীতটী ধোরে দোর খুলে দিতে গ্যালেন। বিবি সাহেব অমনি পেছোন দিক থেকে "আরে কর্‌রো কি?,, বোলে কাপড় ধোরে টানাটানী কোত্তে লাগ্‌লেন। বাবু ঘাড় বেঁকিয়ে পশ্চাতে চেয়ে "কে মা শুভঙ্করি। পদ্ম থেকে উলে এলি ক্যান বাপ?,, বোলে বিবিকে নিয়ে প্রতিমের উপর বসাতে

চল্লেন। শুভঙ্করী হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা কোর্ত্তে লাগলেন। এইরূপ আধ ঘণ্টা আমোদের পর দোর খুলে দেওয়া হলো। মাতালেরা অগ্তারটেকারের মত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে, সরস্বতীরে দেখে " মা আমার বোসে রোয়েচেন যেন লম্বোদরী দশানন।,, বোলেই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কোল্লেন। বাড়ীর কর্ত্তা " কম্ হিয়ার মাই জলী ফ্রেণ্ডস্ ,, বোলে সেক্‌হ্যাণ্ড কোল্লেন। বাড়ী ওয়ালী বোতল ও গেলাষ নিয়ে " এই এসো।,, বোলে রিসিভ কোল্লেন। সকলে মদ খেলেন। বাবুদের একজন তাঁর লবঙ্গমাসীর রান্নাঘর থেকে একটী ঝাড়ালো লাঙ্গূল বিশিষ্ট শাদা দধিমুখী মেনি বেরাল চুরি কোরে এনে ছিলেন, সেইটী মা সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিলেন! একটা হাসির গর্‌রা উঠ্‌লো। যাঁর বেরাল, তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ কোরে বোসে রৈলেন। আর এক বাবু তাস খেল্‌তে খেল্‌তে উঠে এসেছিলেন, তাঁর বগলে একখানা তাস ছিল, তিনি সেই তাস খানা আছ্‌ড়ে ফেলে, ঘাড় হেঁট কোরে বোল্লেন " এই এসো। আমার এবার চিঁড়েতনের টেক্কা! ছোট বোউ তুরুফ কর, মন্দোদরী পাস দে যা। আমি বিবি ধরি।,, অবশেষে সকলে মিলে :—

গীত।

তাল আড়াঠেকা।

" সখী সঙ্গে রঙ্গে কে মা বিরাজো রাজকুমারী!
বীণাযন্ত্র করে ধরা, শিরে চূড়া শুভঙ্করী।
হস্তপদ শির বাঁকা, শ্বেত শতদলে ঢাকা,
শ্বেতভস্মে অঙ্গ মাখা, তুই কি অষ্টাবক্র নারী!,,

মাত্‌লামী পেষাটী বড়ো আমোদের পেষা। মাতালেরা সকল মজ্‌লিসেই যাওয়া আসা কোরে থাকেন। কাজেই ভালো ভালো কবিদের বাঁধা ভালো ভালো গীত ও কবিতা অনেকগুলি কণ্ঠস্থ আছে। আজ সময় পেয়ে এক জন বোল্লেন, ভাই; আরবছর সেই—রাধাবাজারের সভাকান্ত বাহাদুরের—(শ্রীবিষ্ণু!!) সভাবাজারের রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে তিন জন ইয়ার বাবু সেই দেশরাষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাবাজীর ছাপাকরা—দুর হোক. নাম আসে না—সেই মোহিনী বাবুর মেয়ে মানুষটার নাম কি হ্যাঁ?" (দ্বিতীয় বাবু বোল্লেন, "ইন্দুমতী।,.) ঐ বটে; ঐ বটে! ইন্দুমতী বিলাস নাটক, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ইন্দু কি খাস্ নাটক পোড়্‌ছিলো, তাইতে যে সব তারামায়ের নাম আছে, তারি কটা ছেড়ে দিই:—

সরস্বতীকে পুনর্ব্বার হেরিয়া!

গীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল তিওট।

"রমণীর শিরোমণি, রূপে মুনি মনো হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা, ধরাতে না শোভা ধরে॥
শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের যশ.
পরিপূর্ণ সুধারস, চারুমুখ সুধাকরে॥ ১

অধরে মধুর হাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,
চেতন হরিল আসি, কুটিল কটাক্ষশরে॥ ২

এ যে অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি লোভে পায়ে ধরে॥ ৩

কেশ-ভেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,
বরষায় নিরন্তর, ডেকে ডেকে কেঁদে মরে॥ ৪

আর দেখো বিষধরী, কেশ দ্বেষ-বিষ ধরি,
মাঝে মাঝে ফণাধরি, রাগে ফোঁষ ফোঁষ করে॥ ৫

হেরি কর পদ্মরাজে, নলিনী মলিনী লাজে,
কলঙ্ক-কন্টক সাজে, প্রবেশিল সরোবরে॥ ৬

খঞ্জন-গঞ্জন কর, রঞ্জন নয়ন বর,
অঞ্জন কি মনোহর, মানস রঞ্জন করে॥ ৭

কটি মানে মানী মানী*, নহে আর অভিমানী,
এ কটিরে ক্ষীণ মানি, অপমানে বনে চরে॥ ৮

বদন রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে,
কনক মুকুর সাজে, মুকুতা কি শোভা করে॥ ৯

সুরভি বাসের বাসা, মরি কি সুন্দর নাসা,
নিশ্বাসে চপলা হাসা, শীতল সমীর সরে॥ ১০
অধর ললিত রাগে, বিম্ব ফল কোথা লাগে;
রাগ দেখে, রাগে রাগে, রেগে শেষে গোলে মরে॥ ১১
কুচ কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে,
শিহরি শিহরি পাছে, আপনি আপনি ঝরে॥ ১২
ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি এ কায়ায়, গোড়েছে নবনী শরে॥" ১৩

নৃত্য।

(ধেই, ধেই, ধেই, তাধেই, তাধেই,
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা:)

গীত।

শ্যামাবিষয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

"কে রে, বামা, বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ জয়। ১

হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপরূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ,
চরণ শরণ লয়॥ ২

*মানী—সিংহ।

বামা, হাসিছে, ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয়॥ ৩

বামা, টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥ ৪
কেরে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হোয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয়॥ ,, ৫

নৃত্য।
(তিনাক্ ধাঁদা, তিনাক্ ধাঁদা, ধাঁ ধাঁ ধাঁ
তিতুড় তিতুড়। ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড় তিতুড়।)
গীত।

শ্যামাবিষয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

"কে রে, বামা, ষোড়শী রূপসী, সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী চারুভাস। ১
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প, মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেলো রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস।
বামার, চরণে কৃত্তিবাস॥ ২
কে রে, করালকামিনী, মরালগামিনী, কাহারো স্বামিনী ভুবন ভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনী-জড়িত হাস।
বামার, দামিনী-জড়িত হাস॥ ৩
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির রঙ্গে, রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে,

করিছে তিমির নাশ।
বামা, করিছে তিমির নাশ ॥ ৪

আহা! যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব, হইল খর্ব্ব, গেলো রে সর্ব্ব,
চরণ সরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব,
করিছে সর্ব্বনাশ।
বামা, করিছে সর্ব্বনাশ ॥ ৫

দেখি, নিকট মরণ, করো রে স্মরণ, মরণ হরণ, অভয়চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদ বরণ,
মানসে করো প্রকাশ।
আমার, মানসে করো প্রকাশ ॥ " ৬

গীত।

নাচের তালে হাফ জৎ।

" দুর্গাবাড়ী, দুর্গাপূজা, বড় দেখি জাঁক রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রী ঝাঁকে ঝাঁক রে ॥
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল ঢাক রে।
তুরী বাজে, ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক রে ॥
রেখেছে ছাগল কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
বাবা, রক্ত গায়ে মাখ্ রে ॥

কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্যামা-মারে ডাক্ রে ॥
দুর্গাবাড়ী, দুর্গাপূজা বড় দেখি জাঁক রে ॥

এখনো রয়েছো কেন, হোয়ে তীর্থকাক রে।
যত পারো, তত খাও, মধুভরা চাক্ রে ॥
মুখে দিলে, বুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধিটুকু চাক্ রে ॥
কেন বাছা থাকো কাঁচা, ভালো কোরে পাক্ রে ॥
নিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্ রে।
বাবা, সিদ্ধ হবে বাক্ রে ॥

কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্যামা-মারে ডাক্ রে ॥
দুর্গাবাড়ী, দুর্গাপূজা, বড় দেখি জাঁক রে ॥ "

গীত।

জড়িত জিহ্বায়।

নাচিতে নাচিতে।

"ও মা, দিগম্বরি—! নাচো গো! শ্যামা, রণ মাঝে।
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,
মাগো মা! দেখে মরি লাজে॥
ওমা দিগম্বরি!—

(কোন্ হ্যায় তোম্! বাবা, কোন্ হ্যায় তোম্!
ভাঁড়ে মা ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম।
বাবা বোম্ বোম্ বোম্)

ভজন।

"কোহি বাৎ কো না মানো বাবা,
না মানো দেবী দেবা।
এক্কি মন্‌সে, কালী মাইকো, পাঁওমে করো সেবা॥
বাবা, পাঁওমে করো সেবা॥

যব্ হি যেসা, আয়ে মনমে, তেস্‌সে করো ভোগ।
ছোড় দেও সব, ধূর্ত্তকো বাৎ, ভুক্কা যাগ যোগ॥
বাবা, ভুক্কা যাগ যোগ॥

আপ্ কি নারী, পর্ কি নারী, যেস্কি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসি হ্যায়, কাম দেও কি রঙ্গ॥
বাবা, কাম দেও কি রঙ্গ॥
এস্‌মে পাপ, ওস্‌মে পুণ্য, এহো ধূর্ত্ত কি বাৎ।
মরণ্‌সে যব মুক্ত হয় তব্,
পাপ্ যাগা কোন্ সাৎ॥
বাবা, পাপ যাগা কোন্ সাৎ॥

দিন্ দিন্ দিন, গাওমে ঢালো, সবহুঁ গঙ্গাজল।
তবু তেরে কি শোধন হোবেগা, জঠরভরা সব মল্॥
বাবা, জঠ্র ভরা সব্ মল॥

কামবাজারসে, লুট্ করো সব, কাঁহে রহতো ভাক্কা।
এহি লোগ্‌মে, ভোগ করো সব, কাঁহা পরলোগ্ ফাক্কা॥
বাবা, কাঁহা পরলোগ ফাক্কা॥

কালী হামারা প্রাণপেয়ারা, কালী হামারা জান্।
কালীকো পাঁওমে, প্রনৎ করো সব, আউর না আন আন।
বাবা, আউর না জানো আন্॥

গীত।

তাল জলদ কাওয়ালি।

" নেসাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন।
কোথা রহিল আমার সে বিধু বদন॥
না বুঝে করেছি নেসা, তেজিয়ে প্রেয়সীর আশা,
এখন আমার এ দুর্দ্দশা দেখে কোন জন॥
আগেতে কি জানি মনে, এতো হবে সুরাপানে,
এখন আমি মরি প্রাণে, বিহনে সে জন॥ ,,

এই জমাট্ আমোদের পর এক জন একটী কামিনী মণিকে ধোরে " বাওয়া! তুঁ একটী গাওনা বা! ,, বোলে অনুবোধ কোল্লেন। বাওয়া তখন খোলা প্রাণে বুঁদ হয়েছিলেন, অনুরোধ পড়্বা মাত্র তৎক্ষণাৎ " কেমন মাসীর বোন্‌পো তুমি দেও দেখি আজ গেঁথে মালা। ,, গাইতে গাইতে ঝুমুর আরম্ভ কোরে দিলেন।

এঁরা যেরূপ রমণীমণি, কোন স্থানই অগম্য নেই, সুতরাং তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তৈয়িরি করা এই গানটী গাইলেন:—

রাগিনী বাহার। তাল পেম্‌টা।

" দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত্ পোয়ানো ভার।
হোলো পুন্নিমেতে অমাবস্যে, তেরো পহর অন্ধকার।
এসে বিন্দাবোনে বোল্লে গোল, বামী বষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে, জর্ম্ম অষ্টমী,

আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পুজোর দিন এবার ॥ ১
সেই ময়রা মাগী মোরে গেল, বুকে মেরে শূল,
বামুণগুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল বিষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হোলো ছারেখার ॥ ২
ঐ সূজ্জি মামা পুব্ব দিকে, অস্তে চোলে যায়,
উত্তর দখিন্ কোণ্ থেকে আজ্, বাতাস্ লাগ্‌চে গায়,
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া,
শিং উঠেছে, ছুটো তার ॥ ৩
ঐ কলু রামী, ধোপা শামী, নাচ্‌তেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন,
কাল্ কামরূপেতে কাগ্ মোরেছে,
কাশীধামে হাহাকার ॥ ,, ৪

পাঁচটী বাবুর পঞ্চ মুখ থেকে এক কালে “ কেয়াবাৎ জীতা রও, বলি হারী বাবা ! ,, প্রভৃতি শোভাস্তরী উপহার পোড়্‌তে লাগ্‌লো। একজন এক পাশ থেকে আড়নয়নে চেয়ে করতালি দিলেন।

চারদিকে এইরূপ আমোদ চোল্‌চে, ওদিকে নগর আলোময়, এসময় কি সকের প্রাণের উড়ুক্কু বিহঙ্গমদিগকে গৃহপিঞ্জরে রুদ্ধ কোরে রাখ্‌বার সময়? চিৎপুর রোডের মহাপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটের এক জন বাবু আপনার গবাক্ষ দিয়ে নগরের শোভা দেখে আর স্থির থাক্‌তে পাল্লেন না! বিশেষতঃ তিনি এই কতক্ষণ দশজন গ্রাম ফ্রেণ্ড নিয়ে মন খুলে আমোদ কোরেচেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুড়মুড় কোরে সিঁড়ির কপাট খুলে ফেল্লেন। তাঁর বৃদ্ধ

পিতা শব্দ পেয়ে দরোজা খুলে তাঁরে ধোল্লেন। বাবু পিতার গলা ধোরে বোল্লেন, “কে ও মাইডিয়ার বাবা! আজ তোমারে ছাড়া হবে না ভাই। আজ তোমারে আমার মাতা ঘষার নূতন বাড়ীতে আমোদ কোর্ত্তে যেতে হবে। তুই বুঝ্লি!” বৃদ্ধ এই কথা শুনে দুঃখে কাঁপ্তে কাঁপ্তে তাঁর হাত ছাড়িয়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ কোল্লেন। অন্তঃকরণ দুঃসহ পরিতাপে দহন হোতে লাগ্লো। বাবু অভ্রষ্ট হোয়ে “শালার বাবা পালালে?” বোলে টোল্তে টোলতে নেমে গ্যালেন। হা! হতভাগ্য কোল্‌কেতা! নবণ একচেটে না হোলে এই সকল অগণ্ড ছেলে আজো বেঁচে আছে দেখো?

আমোদের রাত্রি দেখ্তে দেখ্তে ফুরিয়ে যায়, এই নিমিত্তই যেন, বিভাবরী সাঁ সাঁ কোরে স্বস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। ক্রিয়াবাড়ীর লোকেরা পরদিন সকালে যেন ঝড় নাড়া বাঁশের মত দেখাচ্চেন। আমোদের খোয়ারিতে চক্ষু মহাদেবের মত ঢুলু ঢুলু কোচ্চে। তার পর বৈকালে পুলিসের পাসের নিয়ম মতে মাকে বিসর্জ্জন কোরে নিশ্চিন্ত হোলেন। তাঁরাও বাঁচলেন, সরস্বতীরও এক বৎসরের মত হাড় জুড়ুলো। (৬)

সরস্বতী পূজা সমাপ্ত।

(৬) এই পরিচ্ছেদে যে সকল শ্রেণীর লোকের নাম করা গ্যাছে, তাঁদের সকলকে দুষ্কর্ম্মান্বিত বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

পল্লীগ্রাম তীর্থ।

মহারাজাদের চোকে চোকে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পাপের আকর হোয়ে থাকে। পল্লীগ্রামের ছেঁমোচাপা মেয়েগুলো পিতৃ ও শ্বশুর কুলে কলঙ্কপঙ্ক ও লজ্জা সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে ছুপা বেরিয়ে দাঁড়ালেই চিত্রগুপ্তের রেজিষ্টারি খাতায় তাহাদের নাম উঠে যায়। রাম শাম বাবা ঠাকুরেরা সেই সকল শুভপুণ্যাহের (ফী) প্রসাদ পান। নামদাগা আফিসরেরা গ্রামের প্রকাশ্য সায়ের ও গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এসে আফিস খোলেন। ক্রমে উহাতে কৃত্রিম "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের,, কাজও হোতে থাকে। পূর্ব্বে অনেক পল্লীগ্রামের লোকেরা বারাঙ্গনা নাম শুনেছিল, উহা কাহাকে বলে জান্‌তো না। প্রবাদ আছে, ১২৪২ সালের শ্রাবণ মাসে এক পল্লীগ্রামে বেশ্যার আবশ্যক হওয়াতে ঐ গ্রামের এক মিশ্র ব্রাহ্মণ তাহাদের বাসগ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে এক বাজারে বেশ্যা আন্তে যায়। সে-খানেও প্রকাশ্য "উহা;, ছিল না। কেবল কয়েকজন ধীবরকন্যা দিবসে মৎস্য বিক্রয় কর্ত্তো, আর রজনীতে অচিরানন্ত নূতন ব্রতের অভ্যাস রাখ্‌তো। মিশ্র ঐ দলের ২।৩ টীকে নিজগ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা কোল্লে, তদবধি ঐ সকল কুলবতীর কুল বৃদ্ধি হোয়ে আদিস্থর রাজার ব্রাহ্মণ

পরিবারের মত পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ছড়িয়ে পোড়েচে।

অনেক গাঁয়েই এইরূপে জঙ্গল পত্তন হয়েচে, কিন্তু আজো সকল গ্রামে উহার জন্ম হয় নাই। অনেক স্থানে দুটী একটী গুপ্তবৃন্দাবন নয়নগোচর হোয়ে থাকে। করুণা সিন্ধু শান্তিরক্ষকদের এবিষয়ে বিলক্ষণ অনুগ্রহ আছে, সেই অনুগ্রহ দৃষ্টির প্রসাদে অনেক বে-রেজিষ্টারী দলীলও পাস হোয়ে যাচ্চে!

পল্লীগ্রামের পতিতোদ্ধারিণীদের বীজে ও কলমের যে সকল তরু উৎপন্ন হোচ্চে, তার চটক দেখে কে! তাহাদের মাথায় বেঙের ছাতার মত চাকা চাকা গিল্টীর ফুল খোঁপায় গোঁজা, আঁচলে রিঙে করা ১ ডজন চাবি ঝুলোনো, কপালে বিষ্ণুর হাতের চক্রের মত গোল গোল ফুলখড়ীর ফোঁটা, তার উপর এক এক রুইতন খয়েরের টীপ, দাঁতে রসাঞ্জন, চোকে কাজল, ঠোঁটে আকর্ণ পুঁই মিটুলী, গলায় চন্দ্রহার, নখে মুদীপাতা, পায়ে আজানু আলতা ও নাকে কাটখড়ীর তিলক! ইহারা ফর্সা কাপড় পোরে আদুড় গায়ে রাস্তায় বেরুলে বোধ হয় যেন, কতক গুলি কপোবাঁধা হুঁকো দাঁড় করান রোয়েচে। এই সকল দেবীই কতকগুলি সৌখীন গাড়োয়ান, দরজী, মিঠাইকর, গুরুমশাই, জমিদারের বাড়ীর রসুইব্রাহ্মণ, দরোয়ান, নায়েব, গমস্তা, পেস্কার, বোল্‌দে, কিস্তীওয়ালা, ময়রা, গোয়ালা, কাছারীর আমলা, মোক্তার, পেয়াদা, থানার মুন্সী, জমাদার

বরকন্দাজ, (কোন কোন স্থলে বড়কর্ত্তা) গন্ধবেণে, তাহাদের মুহুরী, কলু ও অকর্ম্মণ্য হজুরদের কলুষ নিস্তারিণী! ঐ সকল বধূভবন আশ্চর্য্য প্রকারে শোভিত ও নানা রাগে রঞ্জিত। এক একখানি রামকুটীর, তাহার মধ্যে পাতিক্ষেত্র, শ্মশানের ফিরত বালীস ও রামকান্থ! কপিশ বর্ণের মশারি, তাতে আলোহিত বর্ণের ছোট বড় ছার পোকার ঝালোর! এক এক খানি গৃহে তালি দেওয়া গণিক্লাথের চন্দ্রাতপ! সহরের বারাঙ্গনা ভবনে যেমন এক একজন দাদা ঠাকুর, মাসী, মেড়ুয়াবাদী দরোয়ান ও "মা" থাকে, ইহাদের তাহা নাই। যাহাদের কিঞ্চিৎ অর্থবল আছে, তাহারা এক একজন "মা" রাখে। তাহারাই দাদাঠাকুরী ও দরোয়ানী করে, আর মাঝে মাঝে তামাক সাজে। তামাক এক পয়সায় বারো মণ।

এই সকল স্থানে যে সকল ভদ্র গণেশ আগমন করেন, তাঁহাদের বাঁকা সোজা সিঁতি করা চুল ফিরোনো, পটোলডাঙ্গার পম্প ও গরাণহাটার বার্ণিসকরা বাছুর পায়, পাকানো উড়ুনী কাঁদে ও ফুরফুরে তূলো করা আতর কাণে। অবশিষ্টদের খালি পা ও গামছা কাঁদে। এই উভয় দলের অনেকেই মুদীর দোকানের ও স্থান বিশেষের খুটীর গোড়ায় চৌকী পেতে ডাবা হুঁকোর মুখে আঁব পাতার নল দিয়ে দোক্তা খান, সংস্কৃত টোলের স্মৃতি পড়া আধবুড়ো ছোঁড়াদের মত দুলে দুলে "শ্রীরামো বলেনো শুনো মৈত্রো বিভীষণ।" বুঝলেতো! রাম

বোল্লেন মিতে বিভীষণ! শোনো।” এইরূপে রামায়ণ পাঠ ও ইণ্টারপ্রিট্ করেন। মাঝে মাঝে কাঁদেন ও কাশেন।

অনেক বদমায়েস, গাঁজা গুলি শুঁড়ী ও তাড়ীর আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র আড্ডায় ভর্ত্তি হোচ্চে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা ক্যাঁ কেঁ শব্দে গাড়ী হাঁকিয়ে “কাপড় আন্ধারা ভারি, কি করি!” গীত গেয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার ধারে গাড়ী থামিয়ে, তীর্থ মন্দিরে ঢুকে বাবুদের সেলাম দিলে। বাবুরা “আইয়ে ভাই সাব।” বোলে হাত বাড়িয়ে রিসিভ কোল্লেন। ধান ও শর্ষে বওয়া বোল্‌দেরা বাইরের গাছ তলায় গরু বেঁধে “বাবুর বাগানে যোড়া মৌমাছী, ওদের বাড়ীর ——” গীত গেয়ে তীর্থে ঢুক্‌লো, বাবুরা সোরে সোরে পাশ দিলেন। হতভাগ্য দেশের শান্তিরক্ষক (!!) জমাদার ও বালাগন্তিরা ১০ টার পর একবার পাক্‌ড়ী বেঁধে বেরিয়ে “বোদে চৌকীদার” বোলে চেঁচিয়ে উঠে তীর্থ স্থানে রোঁদ জমালেন! এই সকল স্থানে যেনো মদের আদ্য শ্রাদ্ধ, খেঁউড় গীতের কুরুক্ষেত্র ও গালাগালির পুষ্পবৃষ্টি! খাতায় খাতায় সাকরেদী কবির দোয়ারেরা খেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে, উরুদেশ চাপ্‌ড়ে সখীসম্বাদের সুর ভাঁজে। ক্ষুঁদে ক্ষুঁদে ছুঁড়ীরা লক্কা পায়রার মত মাথা ঘুরিয়ে হাত তালি দেয়। দেবীরা ভদ্রলোক দেখ্‌লে “আজ্ঞে এজ্ঞে হোক” আকাশ ডাক্‌লে “শালার আগাশ আবার আ-

ছিচে" বোলে মিষ্টালাপ করে। এক একখানি ঘরে ভাঙা এস্‌রাজ বাজে, আর তবলা তানপূরায় নাকীসুরে "ফাঁশী কে দিলে" গান চলে। ইহারাও সরস্বতী পুজো ও অন্য অন্য পাড়াগেঁয়ে পরব সরবে বেতরো আমোদে মত্ত হয়।

পাড়াগেঁয়েরা সুখে আছে, বোলে সহুরেরা আক্ষেপ করেন। তাঁদের আক্ষেপের কারণ কেবল তিনটী রেলওয়ে। কিন্তু আজো তাঁদের যে গুমোর আছে, ঢাকা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হোলে আর সে পসারও থাক্‌বে না, ঢাকাই বাবু (১) ও ঢাকাই ধূতীই বহু দুর প্রসিদ্ধ।

কতকগুলি পল্লীগ্রাম অতি চমৎকার স্থান। সেখানে না আছে ধর্ম্মের গৌরব, না আছে বিদ্যার আদর, না আছে একতার সম্বন্ধ, না আছে সমাজশৃঙ্খলা। অনেক স্থলে কেবল অভূতপূর্ব্ব দ্বেষাদ্বেষ, অসামান্য পরশ্রীকাতরতা, অদ্ভুত দলাদলী এবং জুয়াচুরি বাবুগিরিরই একচেটে প্রাধান্য। আমরা কেবল দুএকজন বিদ্যানুরাগী ধর্ম্মভীরু জমিদার ও কয়েকজন ভদ্রলোককে এই সকল ধর্ম্মনীতির হস্তমুক্ত দেখ্‌তে পাই। হুজুরেরা যদি বাদসাই গদী ও মকদ্দমা মামলার একান্ত দাসানুদাস না হবেন "পাড়াগেঁয়ে ভূত"

---

(১) ঢাকাতে চিত্তশুদ্ধি নাই, এ বাক্যের সে অর্থ নয়। ইতিপূর্ব্বে এই পরিচ্ছেদে দরজী, গাড়োয়ান, মুন্সী ও হুজুর প্রভৃতির যে নাম দেওয়া গ্যাছে, তাঁদের পদের সকলেই কিছু ঐ মোক্ষপদ লাভের অভিলাষী অথবা অধিকারী নন।

শব্দটী আমাদের শ্রবণ জর্জ্জরিত কোর্ত্তে সমর্থ হইবে কেন? ইহাঁদের অনেকেই অলসের বাদসাহ, চতুরের চূড়ামণি, শঠের শিরোমণি ও মকদ্দমার ধড়িবাজ। সত্যতা দূরপরিহার, ধর্ম্ম ভয়াভিভূত এবং কর্ত্তব্যতা ভূগর্ভশায়ী! পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক দলাদলী ও ফৌজদারী মকদ্দমার চুম্বক পাথর। মধ্যে যখন সহরে বিধবা বিবাহ, ওয়েলসী হেঙ্গামা ও জ্যেষ্ঠাধিকারের যুদ্ধ হয়, এই দল থেকে অনেক আষাঢ়ে গপ্প বাহির হোয়েছিল। ইহাঁরা পাশাক্রীড়া, ধূমপান, গাঁজী ও ষ্টাম্প আইনের একমাত্র আশ্রয়! যাতে লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব কোর্ত্তে পারেন, যাতে সকলে পায়ের নীচে থাকে, অনেক বড় মানুষের এইটী একান্ত ইচ্ছা। ইহাঁরা বাহিরে ধর্ম্মভাণ ভাণেন, ভিতরে ভিতরে রাইচাঁদকেও পরাস্ত করেন।

দু একজন বড়মানুষের গপ্প বোল্লেই অনেকে বুঝ্‌তে পারবেন, পল্লীগ্রাম কেমন জিনিষ। মূলোজোড়ের একজন ক্ষমতাবান বড়মানুষ তাঁহার এক উমেদারের অর্দ্ধাঙ্গ উপহার নিয়ে তাহাকে চাকরি দিয়েছিলেন, দর্পণেও একপ পলিসির অভাব নাই। আমরা এক বছর রাত্রিতে এক বাবুর কার্ত্তিক পূজোতে নিমন্ত্রণ রক্ষা কোর্ত্তে গিয়েছিলাম, বাবুর মজলিষটী ভালো কেতায় সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে ডবল ব্রাঞ্চ আঁটা, শিকে ঝাড় ঝুলোনো। মজলিষে ছোট বড় ১৫ টী রূপোবাঁধা হুঁকো ও দুটী গট্‌কা আলবোলা। কিন্তু কোল্‌কে একটী। সে নূতন বিয়ে করা

কোনের বৌভাতের মত একে একে সতেরো জনের মান রক্ষা কোচ্চে! বাবু আদুড়গায়ে আড়াইহাত উঁচু গদীর মাঝখানে নীলগিরির ন্যায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। পেট্‌টী পাট্‌নাই মুষককেও লজ্জা দিচ্ছে। কিন্তু তিনি সুশ্রী। গজস্কন্ধ, গৃধিনীকর্ণ, আভুরু চক্ষু এবং নাতিদীর্ঘ। বর্ণ পাট্‌কিলে। চুল ছোট। পরা সরু ফিন্‌ফিনে শাদা লাল পেড়ে ধূতি। বাবু নিজে তামাক খান না। চুরোট খান। কিন্তু আড়ম্বরগুলি সব আছে। শুয়ে আছেন ত আছে-নই। হিদুঁয়ানী মাথায় তুলে, ব্রাহ্মণকে পাছতলায় বসি-য়েচেন। গর্দ্দভ ও অশ্বিনীবংশীয় মোসাহেবেরা ব্রাহ্মণের মাথায় পা দিয়া শয়ন কোরেচেন। খোদ সাহাজাদা নবাব এলেও খাতির নদারৎ। মাজে মাজে সাহেব খাওয়ানো আছে, নিজেও কশাইটোলা ও অকল্যাণের অন্নদাস। হুজুর যখন কাপড় ছেড়ে পাঁচালী দেখ্‌তে বোস্‌লেন, তখন বোধ হলো, একটা ইজিপ্‌সিয়ে ভল্লুক বন থেকে নূতন ধোরে এনে নাচ্‌তে শিখান হোচ্চে। বিদ্যার মধ্যে বর্ণ পরিচয় বাকী। ইহাঁরা পল্লীগ্রামের বড়লোক। ১০ গণ্ডা মোসাহেব!

এদিকে ঝিঁঝিঁপোকার ঝিঝিট রাগিণীর স-হিত রজনী প্রভাতা হলেন। আমরাও স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেম।